ফুক্কুল আসির - বন্দী মুক্তি

(উম্মাহর এক ভুলে যাওয়া ফরজ)

>> "ইসলামে বন্দী মুক্তি" <<

পর্ব :-- ১

ইসলামে বন্দী মুক্তির বিষয়ে
কঠিন গূরত্ব দেয়া হয়েছে

যে ব্যাপারে আমরা অধিকাংশরা
আমরা জানি না।

জালিমের কারাগার থেকে মুসলিম বন্দিদের মুক্ত
করা নিঃসন্দেহে একটি ফরজ কাজ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা
ইরশাদ করেন:
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا
অর্থ, আর তোমাদের হলোটা কী, তোমরা যে
আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না! অথচ দুর্বল
নারী-পুরুষ ও শিশুরা চিৎকার করে করে বলছে:
হে আমাদের রব, আমাদেরকে অত্যাচারীর এ
নগর থেকে নিষ্কৃতি দিন,এবং স্বীয় সন্নিধান থেকে
আমাদের জন্য পৃষ্ঠপোষক এবং আপনার পক্ষ
থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন!
সূরা নিসা, আয়াত নং-৭৫,

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রা: বলেন:
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَما لَكُمْ لَا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ حَضٌّ عَلَى الْجِهَادِ. وَهُوَ يَتَضَمَّنُ تَخْلِيصَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ أَيْدِي الْكَفَرَةِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَيَفْتِنُونَهُمْ عَنِ الدِّينِ، فَأَوْجَبَ تَعَالَى الْجِهَادَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَاسْتِنْقَاذِ الْمُؤْمِنِينَ الضُّعَفَاءِ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَلَفُ النُّفُوسِ. وَتَخْلِيصُ الْأُسَارَى وَاجِبٌ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ إِمَّا بِالْقِتَالِ وَإِمَّا بِالْأَمْوَالِ، وَذَلِكَ أَوْجَبُ لِكَوْنِهَا دُونَ النُّفُوسِ إِذْ هِيَ أَهْوَنُ مِنْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَفْدُوا الْأُسَارَى بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (فُكُّوا الْعَانِيَ) و كذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم فإن المواساة دون المفاداة)

অর্থ, উক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। কাফের-মুশরিকদের অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসরত সহায়-সম্বলহীন দুর্বল মুসলমানদেরকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করার বিধানটিও রয়েছে উক্ত আয়াতে।

যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিয়ে ইসলাম থেকে

ফিরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জিহাদকে ফরজ করেছেন নিজের একত্ববাদের বাণীকে বুলন্দ করা ও নিজের মনোনীত দ্বীনকে বিশ্বের বুকে বিজয়ী করার জন্যে। সেই সাথে নিজের দুর্বল বান্দাদেরকে কাফের মুশরিকদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে।

আল্লাহ তা'আলা জিহাদকে ফরজ করেছেন যদিও তাতে রয়েছে ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা!!

মুসলিম বন্দিদেরকে মুক্ত করা মুসলমানদের উপর একটি ফরজ বিধান।

সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে হোক, বা অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হোক!
তবে অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে মুক্ত করা অগ্রাধিকার পাবে।

কেননা, সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে মুক্ত করা সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে তুলনামূলক সহজ।

ইমাম মালেক রাঃ বলেন, প্রয়োজনে সমস্ত মাল খরচ করে হলেও মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা স্বাধীন মুসলমানদের উপর ফরজ।
এটি এমন এক বিধান যাতে কোনো মতবিরোধ নেই।

কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন: (فُكُّوا الْعَانِيَ) অর্থাৎ বন্দিকে মুক্ত করো!!

এমনিভাবে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন: স্বাধীন মুসলমানদের উপর বন্দিদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করাও আবশ্যক। কেননা, সহমর্মিতা প্রদর্শন হলো বন্দিমুক্তির দ্বিতীয় স্তর।(তাফসীরে কুরতুবী-৫/২৫৭,)

এমনিভাবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال : (فكوا العاني ـ يعني الأسير ـ و أطعموا الجائع و عودوا المريض) .

অর্থ, হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাঃ থেকে

বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা বন্দিকে মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করো, এবং অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করো। (সহীহ বুখারী, ৩০৪৬,)

উক্ত হাদীসের ব্যখ্যায় বুখারীর বিখ্যাত ব্যখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাঃ বলেন:
قال ابن بطال : فكاك الأسير و اجب على الكفاية ، و به قال الجمهور ، و قال إسحاق بن راهويه : من بيت المال ، و روي عن مالك أيضاً) .

অর্থ, ইবনে বাত্তাল রাঃ বলেছেন: মুসলিম বন্দিকে মুক্ত করা ফরজে কিফায়া। এটিই অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মাজহাব।

ইসহাক ইবনে রাহিওয়াহ বলেন:
বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা করা হবে বাইতুল মাল থেকে। ইমাম মালিক রাঃ থেকেও এমনটি বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী- ৬/১৬৭,)

হযরত আবু জুহাইফাহ রাঃ বলেন:
قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه: هلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ مِنَ الوَحْيِ

إلّا ما في كِتابِ اللَّهِ؟ قالَ: لا والذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ، ما أعْلَمُهُ إلّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا في القُرْآنِ، وما في هذِه الصَّحِيفَةِ، قُلتُ: وما في الصَّحِيفَةِ؟ قالَ: العَقْلُ، وفَكاكُ الأسِيرِ، وأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافِرٍ.
البخاري (ت ٢٥٦)، صحيح البخاري ٣٠٤٧ • [صحيح] •

অর্থ, আমি ‘আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্*র কুরআনে যা কিছু আছে তা ব্যতীত আপনাদের নিকট ওয়াহীর কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না।

সেই আল্লাহ তা‘আলার কসম!
যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেছেন এবং প্রাণীকুলকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্* কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন এবং এ সহীফার মধ্যে যা রয়েছে, এ ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।

আমি বললাম, এ সহীফাটিতে কী রয়েছে? তিনি বললেন, ‘দীয়াত ও বন্দীমুক্তির বিধান, এবং কোন মুসলিমকে যেন কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা না হয়।’(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩০৪৭)

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে বর্ণিত আছে, হযরত উমর ফারুক রাঃ বলতেন:

"لأن أستنقذَ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحبُّ إليّ من جزيرة العرب".مصنف ابن ابى شيبة

অর্থ, মুশরিকদের হাত থেকে একজন মুসলিমকেও মুক্ত করা আমার নিকট সমগ্র জাযিরাতুল আরবের ক্ষমতা লাভের চেয়েও বেশি পছন্দনীয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাঃ বলেন:
"إذا سُبيتْ امرأةٌ في المشرق وجبَ على أهل المغرب فكُّ أسرها"؛

অর্থ, যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তেও একজন মুসলিম নারী কারারুদ্ধ হন তাহলে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সকল মুসলমানের উপর তাকে মুক্ত করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

সারকথা হলো, জুমহুর উলামায়ে কেরামের মত এটাই যে, যখন কোনো মুসলিম কারাগারে বন্দি

হবে তখন তাকে মুক্ত করা বাকীদের উপর ফরজে কিফায়া হয়ে যাবে।

যদি সকলের পক্ষ থেকে কেউ একজন এই দায়িত্ব পালন করে তাহলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কেউই যদি এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সকলেই ফরজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য গোনাহগার হবে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর
পবিত্র কালামে বলেছেন,

আমাদের একদল লোকের ব্যাপারে জানিয়েছেন

যাদের কে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে ভয়ংকর আযাব পরিণতি থেকে বাঁচিয়ে দিবেন আর তাদের নিরাপত্তা ও প্রশান্তি দান করবেন

আল্লাহ তা' আলা বলেছেন ,
তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ'র সন্তুষ্টির জন্য মিসকিন,ইয়াতিম ও বন্দীদের আহার্য দান করে

তারা তো বলে আমরা আল্লাহর

সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শুকরও না

আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক ভয়ংকর ভীতি দিবসের ভয় করি

সুতরাং ,
সেই ভয়াবহ দিবসের অকল্যাণ
থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা ভেবে দেখুন

আল্লাহ সেই ভয়ংকর দিনে
এই শ্রেণীর বান্দাদের কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে বাঁচিয়ে নিবেন এবং তাদের প্রশান্তি দান করবেন

যারা এই দুনিয়ায় বন্দীদের
শুধুমাত্র আহার দিতো
তাহলে তাদের অবস্থা কেমন হবে ?

যারা সেই মুসলিম বন্দীদের
মুক্তির ব্যবস্থা করতো,

বন্দী মুক্তির ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম বলেন...
ক্ষুধার্থকে খাবার দেয় এবং
অসুস্থ কে দেখতে যায়

বন্দী মুক্তিরবব্যাপারে
ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন :

মুসলিম বন্দীদের মুক্তি করার জন্য মুসলিমরা
তাদের সব কিছু ব্যয় করবে যদিও এতে তার সব
কিছুই শেষ হয়ে যায়

সকল ওলামাগণ একমত হয়েছেন ইসলামী রাষ্ট্র
যদি তার কোষাগারে সমস্ত ধনসম্পদ একজন
মুসলিম
মুক্তির জন্য ব্যয় করবে
তবে এটা অতিরিক্ত
কিংবা বাড়াবাড়ি কিছু হবে না

লক্ষ্য করুন,
সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করেও
একজন মুসলিমকে মুক্ত করা
যদি অতিরিক্ত কিছু না হয়

তাহলে আজকের অবস্থা
কতটা ভয়াবহ !?

আজ জালিমের কারাগারে বন্দী মুসলিম ভাই-
বোনদের ব্যাপারে আমাদের কোন ফিকির নিই !!

আমরা তাদের ব্যাপারে
বেমালুম বেখবর
সম্পূর্ণ উদাসীন !!

যেন তারা আমাদের
কেউ নন;।

(আপনার নেক দোয়ায় যুদ্ধরত,বন্দীরত ও
মামলারত ভাইদের কথা কখনো ভুলে যাবেন না)

>> "ইসলামে বন্দী মুক্তি" <<
পর্ব:- ২

ইবনে কুদামা আল হাম্বলী রহঃ বলেন, মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ আদায় করা বাধ্যতামূলক যার সামর্থ্য আছে

ইমাম নববী (রহঃ) মতে শত্রুর হাতে একজন মুসলিম বন্দী হওয়া সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হওয়া থেকে মারত্বক ।

কেননা একজন মুসলিম বন্দীর জীবনের মূল্য মুসলিম রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক অনেক বেশি

মুসলিম বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদের মানসিকতা কেমন ছিল ?

খলিফা মানসুর বিন আবু আমীর উওর আন্দালুসিয়া যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন কারডোভার দিকে

পথে একজন মুসলিম মহিলা খলিফার পথ রোধ করে দাঁড়াও এবং জানায় খ্রিস্ট্রানেরা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে

হয় আপনি তাকে যুদ্ধ করে ছড়িয়ে নিয়ে আসেন অথবা মুক্তি পণ দিয়ে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন

খলিফা মানসুর এ কথা শুনা মাত্রই কারডোভাতে প্রবেশ না করে নিজ বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন এবং সেই মুসলিম বন্দীকে ছড়িয়ে নিয়ে আসলেন

আল হাকাম বিন হিশাম একজন মাএ মুসলিম মহিলাকে মুক্ত করার জন্য

শত্রুর এলাকায় শুধু আক্রমণ করে
ক্ষান্ত্র থাকেন নি

পুরো শত্রু এলাকা উলোট পালোট করে দিয়ে শত্রুদের পদানত করে
সেই মুসলিম মহিলাকে মুক্ত করে কারডোভায় ফিরেয়ে নিয়ে এসেছেন

খলিফা মোতাশিমার ঘটনা নিশ্চয় আপনাদের
মনে আছে

কোথায় বহুদূরে দেশে গিয়ে কাফিরদের হাতে এক
বন্দী নারী চিৎকার করে বলেছিল

ওহ মোতাশিমা
হে খলিফা মোতাশিম
কোথায় তুমি ?
আমাকে সাহায্য কর

একটি মাত্র মুসলিম বোনের আত্নচিৎকারে খলিফা
মোতাশিম
পাগল হয়ে গিয়েছিলেন

পুরো মুসলিম সেনা বাহিনী
তিনি রওনা করে দিয়ে ছিলেন
এই একটি মাত্র বোনকে উদ্ধারের জন্য

মনে আছে ,
মোহাম্মদ বিন কাশিমের কথা
হিন্দু রাজা দাহিরের হাতে এক মুসলিম বোন

নির্যাতিত হয়েছিল
এই খবর পেয়ে সূদূর আরব থেকে হিন্দুস্তানে ছুটে এসেছিলেন
১৮ বছরের টগবগে মুজাহিদ

মোহাম্মদ বিন কাশিম এমনি ছিলেন আমাদের পূর্বসূরীগণ
যখনি তারা কোন মুসলিম বন্দীর
কথা শুনতেন সেই বন্দীকে মুক্ত না করা পর্যন্ত
তারা অন্য কিছুতে স্থীর হতে পারতেন না

প্রিয় ভাই ও বোনেরা
এবার আমাদের নিজেদের অবস্থা
একটু চিন্তা করে দেখি আমাদের অবস্থান কোথায় !?

ইরাকের আবু গারিব কারাগারে বন্দি নূর এবং ফাতিমা যখন চিৎকার করে বলেছিল,

"হে মুজাহিদ ভাইয়েরা
তোমরা কোথায়?

প্রতি রাতে ওদের অত্যাচার আর সহ্য করতে

পারছিনা। তখনও আমাদের বিবেক জাগ্রত হয়নি।

মুসলিম বিশ্বের গৌরব ড.আফিয়া সিদ্দিকি মার্কিন কারাগারে রাতের পর রাত ধর্ষিতা হয়ে তিলে তিলে নেই হয়ে গেলেন। তখনও আমাদের বিবেক জাগ্রত হয়নি।

আরাকান ,কাশ্মির ,উইঘুর ,সিরিয়া সর্বত্র জ্বলছে, ক্রমশই উঁচু হচ্ছে মাজলুমের আহাজারি

হে ভাই! তারপরও
আমরা কি জাগ্রত হবনা !!

আমাদের কি এই অলসতার ঘুম ভাঙ্গবেনা!
আমরা আর কতদিন এভাবে গাফলতির ঘুম ঘুমাবো?
আমাদের শরীরের রক্ত কি একদম নিস্তেজ হয়ে গেছে!

আমরা কি আমাদের পৌরষত্ব হারিয়ে ফেলেছি!!

হে প্রিয় ভাই!
আপনি বিশ্বাস করুন!

হে প্রিয় উম্মাহ!
আপনারা দেখছেন
আজ পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানরা নির্যাতিত, নিপিড়ীত,নিস্পেষিত। আজ মুসলিমরা অপেক্ষা করছে একজন মুহাম্মদ বিন কাসিমের, তারিক বিন জিয়াদের" সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর"

হে ভাই!একটাবার ভাবুন তো! আমরা কি আমাদের দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছি! বা আদায় করার কথা কখনো ভেবেছি?

(আপনার নেক দোয়ায় যুদ্ধরত,বন্দীরত ও মামলারত ভাইদের কথা কখনো ভুলে যাবেন না)

>>"ইসলামে বন্দী মুক্তি" <<
পর্ব:- ৩

আল্লাহ তা আলা বলছেন ;

নিশ্চয় সদাকা যাকাত হল ফকির ,মিসকিন এ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য দাস মুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ'র পথে ব্যয়ের জন্য

আর মুসাফিরের জন্য এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ আর আল্লাহ হলেন সর্বগ্র মহাঙানী

এখানে, আল্লাহর পথে “ফী সাবিলিল্লাহ” বলতে মুজাহিদীনদের বোঝায়

মালেকী ফকীহ আবু বকর বিন আল আরবী বর্ণনা করেছেন :

“মালেক রাহঃ বলেছেন:
আল্লাহর পথ অনেক ধরনের রয়েছে কিন্তু এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে এখানে এই আয়াতের মধ্যে) 'আল্লাহর পথ 'বলতে লড়াইকে। জিহাদ) বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আল নওয়াবী যাকাত ব্যয়ের ব্যাপারে বলতে গিয়ে আল মিনহাজে বর্ণনা করেছেনঃ

"আল্লাহর পথের সৈনিককে তার যাবতীয় খরচ দেয়া হয় এবং তার পরিবারের যাবতীয় খরচও দেয়া হয় সে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত, এমনকি সে যদি দীর্ঘ সময়ও অনুপস্থিত থাকে।"

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমই মুজাহিদীনদের যাকাত দেয় না।

তারা যদি নিজেদের শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত রাখতো তাহলে তারা বুঝতো যে এখনকার যুগে তাদের যাকাত দানের উত্তম পন্থা বা রাস্তা হলো তা মুজাহিদীনিদের দেয়া।

কারণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পাঁচটি পরিস্থিতি ব্যাতীত সম্পদশালী ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া যায় না। "

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তার মধ্যে একটি হলো- "আল্লাহর পথে যোদ্ধা'।

__(আবু দাউদ)

এখন যদি মুজাহিদীনরা ধনী হলেও তাদের যাকাত দেয়া যায়, তখন তাদের ব্যাপারে কি হবে যখন যাকাতের আটটি শ্রেণীর মধ্যে চারটিতেই মুজাহিদীনরা রয়েছে?

- তারা দরিদ্র, তারা অভাবগ্রস্ত, তারা মুসাফির এবং একমাত্র তারাই আল্লাহর পথে রয়েছেন!

সুতরাং আপনারা মুজাহিদীনদের যাকাত প্রদান করুন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করুন।

আপনার মাল-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা একটি আয়াত ছাড়া প্রতিটি আয়াতেই স্বশরীরে জিহাদের আগে মাল সম্পদ দিয়ে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে।

মাল সম্পদের মাধ্যমে জিহাদের গুরুত্বের দিক টা আমাদের দেখতে হবে কারন, এর উপরেই জিহাদ অনেকটা নির্ভরশীল।

অন্যভাবে বলতে গেলে, মাল সম্পদ নেই তো

জিহাদ ও নেই এবং জিহাদের জন্য প্রচুর পরিমান মাল সম্পদ এর প্রয়োজন।

আল কুরতুবি তার তাফসীরে বলেছেনঃ

"সাদাকাহ এর ক্ষেত্রে ব্যয় করা অর্থের পুরষ্কার দশ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে ব্যয় করা মাল সম্পদ ৭০০ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেনঃ
" যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীর্ষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় , সর্বজ্ঞ।।" [২০৪ ২৬১]

সম্ভবত জিহাদের জন্য পশ্চিমা (ইউরোপ, আমেরিকা) মুসলমানরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তাদের মাল সম্পদ জিহাদ এর জন্য খরচ করে , যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে মুজাহিদীনদের জন্য লোকবলের চেয়ে অর্থের বেশি প্রয়োজন।

যেমন-শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম বলেছেনঃ "
আল্লাহ'র সৈনিকদের জন্য জিহাদ জরুরি এবং
জিহাদের জন্য মাল সম্পদ জরুরি।"

এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেন,
যে কোন মুসলিম যেকোন মুসলিম কে দাসত্ব
থেকে মুক্ত দান করবে

ঐ দাসের প্রতিটি অঙ্গের মুক্তির বিনিময়ে
মুক্তিদাতা প্রত্যেক অঙ্গকে আল্লাহ জাহান্নামের
আগুন থেকে মুক্তি দান করবেন

লক্ষ্য করুন ,
এখানে যাকাতের অর্থ যদি মুসলিমদের অধীনে
থাকা দাসদের মুক্তির জন্য উপযুক্ত হয়ে থাকে

তাহলে কাফির কিংবা তাগুতের হাতে বন্দী থাকা
নির্যাতিত নিপীড়িত অসহায় মুসলিম কিংবা
মুসলিমার মুক্তির জন্য তা অধিক উপযুক্ত

আসলে মুসলিম অধীনে থাকা দাস তো ঈমান ও

আমলের পূর্ণ স্বাধীনতা পাই কিন্তু তাগুতের কারাগারে বন্দী মুসলিম ভাই বোনেরা তো তাদের ঈমান এবং আমলের নিরাপত্তাটুকু পাই না

একজন দাস মুসলিম মনিবের থেকে সম্পূর্ণ ভরণপোষণ পেয়ে থাকে

কিন্তু তগ্বু'তের কারাগারে একজন মুসলিম বন্দী নিনূতম চাহিদা পূরণের সুযোগটুকু পায় না

একজন মুসলিম দাসের মুক্তির বিনিময়ে যদি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা হয়

তাহলে ভেবে দেখুন একজন মুসলিম বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে কেমন হতে পারে

যে বন্দী বন্দী হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর কালেমা কে বলুন্দ করার জন্য

আল্লাহ'র জমিনে আল্লাহর দেয়া শরীয়াহ কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনি একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো
আপনার ভাই কিংবা আপনার বোন কিংবা
আপনার বাবা তাগুতের জিন্দানখানায় বন্দী
দুনিয়ার কোন সুখ শান্তি কী আপনাকে স্পর্শ
করতে পারবে

আজ আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে রেখেছে তাই
কী আপনি তাদের ভুলে যাবেন ?

আল্লাহ আমাদের একজন কে দিয়ে আরেক
জনকে পরীক্ষা করেন

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,
মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক
বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে?

তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি
বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে
নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ
করবে।

এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ

তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য।

দেখুন ভাই,
আল্লাহ তায়ালায়া নিজের সাথে বানিজ্যের কথা বলছেন।

আর তার মধ্যে সর্বপ্রথম অর্থ সম্পদের কথা বলেছেন।

সুতরাং ভাই আমাদের আল্লাহর সাথে বানিজ্য করতে হলে প্রথমে মালসম্পদ দিয়ে আগে বারতে হবে।

আর আমাদের অর্থ গুলো ব্যয় হবে বন্দি ভাইদের মুক্তির পিছনে, তাদের পরিবার পরিজনের পিছনে। ইমাম তাইমিয়া রহ. বলেছিলেন

যদি তোমার প্রতিবেশী ক্ষুধার যাতনায় মৃত্যুবরণ করার উপক্রম হয় আর অপর দিকে ময়দানে অর্থের অভাবে জিহাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায় তখন

ঐ অবস্থায় ময়দানের মুজাহিদদের সাহায্যদান করা আবশ্যক কর্তব্য।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের মন কে পূন্যময় কাজে প্রতিযোগিতামূলক করে দিন। আমিন।

(আপনার নেক দোয়ায় যুদ্ধরত,বন্দীরত ও মামলারত ভাইদের কথা কখনো ভুলে যাবেন না)

>> "ইসলামে বন্দী মুক্তি"<<

পর্ব:- ৪

হে মুসলিম উম্মাহ!!
কিভাবে তোমরা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছো, আর মজলুম বন্দীদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছো?? এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে??

অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ-

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}،

"নিশ্চয় সকল মুমিন একে অপরের ভাই।
 (সূরা হুজরাতঃ ১০)

তিনি আরো বলেনঃ-
{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}

"মুমিনগণ একে অপরের বন্ধু/অভিভাবক।
(সূরা তাওবাঃ ৭১)

হে মুসলিম উম্মাহ!! কিভাবে তোমরা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছো, আর মজলুম বন্দীদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছো??,

এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে??

অথচ তোমাদের নবী বলেছেনঃ-
أطعموا الجائعَ
وعُودوا المريضَ، وفُكُّوا العَاني ،

"তোমরা ক্ষুধার্তদেরকে পানাহার দাও, রোগীকে চিকিৎসা দাও, আর বন্দীদের মুক্ত কর। (সহিহ

বুখারী)

হাদিসের العَاني (আল আনি) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أسير তথা বন্দী।

রাসূল (সঃ) আরো বলেনঃ-
(إنَّ على المسلمين من فيئهم أن يُفادوا أسيرهم، ويؤدوا عن غارِمهم).

"মুসলিমদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হলো, ১.তাদের বন্দী ভাইকে মুক্ত করা, ২.তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যাবস্তা করা। (সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর)

তিনি (সঃ) আরো বলেনঃ-
(ما من امرئٍ يَخذُلُ امرءاً مُسلماً في موطنٍ يُنتقصُ فيه عِرضهِ، ويُنتهكُ فيه من حُرمَتِه، إلا خذَلَه اللّٰهُ تعالى في موطنٍ يُحبُّ فيه نصرَتَهُ، وما مِن أحدٍ ينصرُ مُسلماً في موطنٍ يُنتقَصُ فيه من عِرضهِ، ويُنتهكُ فيه من حُرمتِه، إلا نصرَهُ اللّٰهُ في موطنٍ يُحبُّ فيه نصرتَهُ).

"যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে এমন স্থানে পরিত্যাগ করল, যেখানে তার সম্মান হরণ করা হচ্ছে,

তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকেও এমন স্থানে পরিত্যাগ করবেন যেখানে সে সাহায্যর মুখাপেক্ষী হবে, আর যে তার মুসলিম ভাইকে এমন স্থানে সাহায্য করল, যেখানে তাঁর হুরমত নষ্ট করা হচ্ছে,

— তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে তার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।
(আহমদ, ১৬৪১৫ আবু দাউদ, ৪৮৮৪)

আর এর চেয়ে সর্বোচ্চ خذلان তথা পরিত্যাগ আর কি হতে পারে যে, উম্মাহ তার ক্লান্তিলগ্নে ও সংকটে তার সন্তানদের আন্তরিকতা থেকে বঞ্চিত হয়, যারা তাদের দ্বীন ও তার হুরমত রক্ষার্থে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন ছিল??..।

রাসূল (সঃ) বলেনঃ-
(مَنْ نصَرَ أخاهُ بالغيبِ نصَرَهُ اللّٰهُ في الدنيا والآخرة).

"যে ব্যাক্তি তার মুসলিম ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'লাও তাকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সাহায্য করবেন। (বাইহাকি)

হে মুসলিম উম্মাহ!! কিভাবে তোমরা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছো, আর মজলুম বন্দীদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছো??, এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে??

অথচ তোমাদের নবী বলেছেনঃ-
(المؤمنُ من أهلِ الإيمان بمنزلة الرأسِ من الجسد، يألَمُ المؤمنُ لما يُصيبُ أهلَ الإيمان، كما يألَمُ الرأسُ لما يصيبُ الجسدَ).

"ঈমানদার সকল মুমিন একটি দেহের মস্তকের নেয়, তাদের কোন এক ভাই যদি ব্যথা পায় তাহলে তারাও তার ব্যথায় ব্যথিত হয়, যেমনিভাবে শরীরের কোন অংশে আঘাত পেলে তার মস্তকও সেটা অনুভব করে। (মুসনদে আহমদ, ৫/৩৪০ আস-সিলসিলাতুস সহিহা, ১১৩৭)

তিনি (সঃ) আরো বলেনঃ-
(المؤمنون كرجلٍ واحدٍ، إذا اشتكى رأسَهُ اشتكى كلُّه، وإن اشتكى عينَهُ اشتكى كلُّه)

"সকল মুমিন একটি দেহের ন্যায়, (শরীরের)

মাথার অংশ যদি ব্যথা পায়, তাহলে পুরো শরীর তা অনুভব করে অথবা তার চোখে যদি ব্যথা পায়, তো পুরো শরীর ব্যথিত হয়। (সহিহ বোখারী)

রাসুলের বাণী المؤمنون (আল মুমিনুন) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; বর্ণ, গোত্র জন্মভূমি নির্বিশেষে সকল মুমিন তারা পরস্পরের সহযোগী ও সহানুভূতিশীল হবে, তারা এমন একটি দেহের ন্যায়, যার কিছু অংশে কষ্ট পাবার দ্বারা অন্য অংশ ব্যাথিত হয় এবং এক অংশ অন্য অংশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়, অথচ আমরা কি (পরস্পরে) এমন??

হে মুসলিম উম্মাহ!! কিভাবে তোমরা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছো, আর মজলুম বন্দীদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছো??, এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে??

অথচ তোমাদের নবী বলেছেনঃ-
(ترى المؤمنين في تراحُمِهم وتوادِّهم، وتعاطُفِهم، كمثلِ الجسدِ إذا اشتكى عضواً تداعى لهُ سائرُ الجسدِ بالسَّهرِ والحُمَّى).

"তুমি মুমিনদেরকে দেখবে যে তারা পরস্পরে
বন্ধুত্বতা ও সহানুভূতিশীলতার
ক্ষেত্রে এমন একটি শরীরের নেয়, যার কোন অঙ্গ
ব্যাথা পাওয়া মাত্রই পুরো শরীর অনিদ্রা ও জ্বরে
ভোগে। (সহিহ বুখারী)।

নুমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন
রাসূল (সাঃ) বলেছেন;
মুমিনদের একে অপরের প্রতি সম্প্রতি দয়া মায়া ও
মমতার উদাহরণ একটি দেহের মত

যখন দেহের এক অঙ্গ পীড়িত হয় তখন তার জন্য
সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়

আমাদের ভাই ও বোনেরা যখন তাগুতের
বন্দীশালায় অত্যন্ত নির্মমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে

তখন আমরা কীভাবে তাদের ভুলে গিয়ে শান্তি
বোধ করতে পারি ?

আমরা তাদের ভুলে গিয়ে
কীভাবে নিজেদের কে নিরাপদ ভাবতে পারি ?

আমরা তাদের স্ত্রী সন্তানদের কথা ভুলে গিয়ে কীভাবে
নিজেদের স্ত্রী সন্তানদের মুখ দেখে প্রশান্ত হতে পারি ?

আজ তাদের পরীক্ষা চলছে
কাল এই পরীক্ষা আমার উপরে আস্তে পারে
কেমন হবে তখন ?

যদি ঠিক আজকে আমার মত আগামীকালে সমস্ত মুসলিমরা আমার ব্যাপারে ভুলে যায় !?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,
আমাদের নির্যাতিত নিপীড়িত
ভাই বোনদের ব্যাপারে কখনোই
ভুলে যাবেন না

স্মরণ করুন,
তাদের উপর নির্যাতনের
সেই রিদয় বিদরক সেই মুহূর্তগুলোর কথা

অশ্রু শক্তি কন্ঠে ,

তারা আসা করেন আমরা
তাদের ভুলে যাবো না

প্রতিটি দিন নতুন সূর্যের সাথে সাথে তারা নতুন
আসায় বুক বাধেন
নিশ্চয় আমার ভাইয়েরা
আমাকে ভুলে যাই নি

প্রতিদিন রাতের আঁধারে সাথে
সাথে তারা নিজেদের
সান্তনা দেয় ইন শা আল্লাহ

আগামীকাল ভোরের আলোর সাথে সাথে আমার
ভাইয়েরা আবার চেষ্টা শুরু করবে
আমরা মুক্ত হব ইন শা আল্লাহ

সত্যিই কী আপনি তাদের
কে ভুলে থাকতে পারেন ??

(আপনার নেক দোয়ায় যুদ্ধরত,বন্দীরত ও
মামলারত ভাইদের কথা কখনো ভুলে যাবেন না)

>>"ইসলামে বন্দী মুক্তি" <<
পর্ব:- ৫

আমাদের নির্যাতিত ভাই বোনদের জন্য আমি আপনি আমরা সকলেই আমাদের ভাই বোনদের জন্য আজ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হব

বন্দী ভাই বোনদের মুক্তির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে নিয়মিত দোয়া জারী রাখব ইন শা আল্লাহ

একই সাথে আমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী এ কাজে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসব তাই আপনারা সকলে উদারভাবে এগিয়ে আসুন

স্মরণ করুন সেই হাদিসটির কথা
আপনি কিংবা আপনার মত সমমনা কয়েকজনের সঞ্চয় দিয়ে যদি একজন মাএ বন্দী ভাই কিংবা একজন মাএ বোন মুক্তি পেয়ে ফিরে আসেন স্বাধীন জীবনে ইন শা আল্লাহ

আল্লাহ চাইলে আপনাদের কে সকল কে এই অসীলায় জাহান্নামের থেকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন

রাসূল সাঃ আমাদের কে জানিয়েছেন যে কেউ কোন এক মুসলিমের প্রয়োজন পূরণ করে দিবে

আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন সমূহ থেকে একটি প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন

এছাড়াও আপনি আপনার সম্পদ আল্লাহর কাছে কর্যে হাসানা হিসাবে দিতে পারেন

আল্লাহ বলেছেন ,
এমন কে আছে আল্লাহকে উওম কর্য দিবে তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান

কিয়ামতের দিনে সেই ভয়াবহ দিনের জন্য নিজের এবং নিজের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য আজই আল্লাহ'র কাছে কিছু বিনোয়োগ করুন

আপনার বিনোয়োগের সর্বচ্চ এবং সর্বত্রকিষ্ট প্রতিদানদাতা আল্লাহ অপেক্ষা আর কে হতে পারে ।

কিয়ামতের দিনে এক শ্রেণীর মানুষ হবে যাদের আত্নাদ আর গগণ বিদারি আফসোসে আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন সেই দিন জাহান্নাম কে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে

কিন্তু এই উপলব্ধি সেদিন তার
কী কাজে আসবে ?

সে বলব হায় যদি আমি আমার এই জীবনটার জন্য পূর্বেই কিছু পাঠাতাম

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,
আপনারা আপনাদের, আশাপাশে বন্দী ভাই ও তাদের পরিবারের জন্য সাহায্যের হাতকে বাড়িয়ে দিন

হয়ত আপনার আশাপাশে থাকা এলাকায় থানা উপজেলা কিংবা জেলায় অনেক বন্দী ভাই রয়েছে

তাদের সাহায্যে আপনি এগিয়ে আসেন বন্দী মুক্তি কাজে আত্মনিয়োগ করুন

বন্দী মুক্তির কাজে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র কাজে শরীক হোন (আমীন)

(আপনার নেক দোয়ায় যুদ্ধরত,বন্দীরত ও মামলারত ভাইদের কথা কখনো ভুলে যাবেন না)

>> ইসলামে বন্দী মুক্তি <<
পর্ব :- ৬

মুসলিম বন্দীদের জন্য মুসলিমদের করণীয়:-

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ-
তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের (রক্ষার) জন্য লড়াই করবে না,

যারা দু‘আ করছে-
‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ যালিম অধ্যূষিত জনপথ হতে মুক্তি দাও,

তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের বন্ধু বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।’
সূরা:-[নিসা-৭৫]
.
উলামাগণ বলেন, আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে যুদ্ধকে ফরজ করেছেন—মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করণের জন্য।

অথবা যুদ্ধ করতে না চাইলে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়ে হলেও বন্দীদের মুক্ত করতে হবে।

[আহকামুল কুরআন লিল বগভীঃ- ৩/২৪৫.]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাঃ বলেন:

"إذا سُبيتْ امرأةٌ في المشرق وجبَ على أهل المغرب فكُّ أسرها"؛

অর্থ, যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তেও একজন মুসলিম নারী কারারুদ্ধ হন

তাহলে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সকল মুসলমানের উপর তাকে মুক্ত করা ওয়াজিব
হয়ে যায়।

সারকথা হলো,
জুমহুর উলামায়ে কেরামের মত এটাই যে,

যখন কোনো মুসলিম কারাগারে বন্দি হবে তখন তাকে মুক্ত করা
বাকীদের উপর ফরজে কিফায়া হয়ে যাবে।

মুসলিম বন্দিদেরকে মুক্ত করা মুসলমানদের উপর একটি ফরজ বিধান।

সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে হোক, বা অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হোক!

তবে অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে মুক্ত করা অগ্রাধিকার পাবে

ইমাম মালেক রাঃ বলেন,
প্রয়োজনে সমস্ত মাল খরচ করে হলেও

মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা স্বাধীন মুসলমানদের উপর ফরজ

এটি এমন এক বিধান যাতে কোনো মতবিরোধ নেই।

কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন:

المريض، وفكوا العاني،

তোমরা ক্ষুদার্তকে খাবার খাওয়াও, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও, এবং বন্দীদের মুক্ত করো।

সকল ওলামাগণ একমত হয়েছেন ইসলামী রাষ্ট্র যদি তার কোষাগারে সমস্ত ধনসম্পদ একজন মুসলিম
মুক্তির জন্য ব্যয় করবে

তবে এটা অতিরিক্ত
কিংবা বাড়াবাড়ি কিছু হবে না

ইমাম মালেক [রাহ.] আরো বলেন, মুসলিমদের
ওপর আবশ্যক হলো,

তাদের বন্দীদের মুক্ত করা
যদিও সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ দিয়ে তাদের
মুক্ত করতে হয়।

ইমাম বগভী [রাহ.]
এই কথার ওপর উলামাদের ইজমা উল্লেখ করেন।

আহকামুল কুরআন লিল বগভীঃ- (৩/২৪৫)

ইবনে আরাবি [রাহ.]
মালেকি মাজহাবের আলেমদের মতামত
উল্লেখ করে বলেন,

যদি কোনও ব্যক্তির কাছে মাল (সম্পদ) থাকে
আর সে তার 'মাল' বন্দীদের মুক্তির জন্য দিতে
অস্বীকৃতি জানায় এবং বাঁধাপ্রদান করে

তাহলে তাকে হত্যা করা হবে
এটা ইমাম মালেকেরও বক্তব্য

[আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবিঃ- (১/৬০৮)]

ভাবা যায়...
পৃথিবীতে আজ কতো অসংখ্য মুসলিম
কুফ্ফারদের কারাগারে বন্দী?

যেখানে একজন মুসলিম বন্দী হলে পর্যায়ক্রমে
সবার ওপর আবশ্যকতা বর্তায়— যুদ্ধ করার জন্য

যুদ্ধ না করতে চাইলে একজনের জন্য পৃথিবীর
সমস্ত সম্পদ দিয়ে হলেও তাকে মুক্ত করার
ব্যাপারে উলামাগণ একমত সেখানে আজ
আমাদের অবস্থান কি?

যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে এমন স্থানে
পরিত্যাগ করল, যেখানে তার সম্মান হরণ করা
হচ্ছে,

তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকেও এমন স্থানে

পরিত্যাগ করবেন যেখানে সে সাহায্যর মুখাপেক্ষী হবে,

আর যে তার মুসলিম ভাইকে এমন স্থানে সাহায্য করল, যেখানে তাঁর হুরমত
নষ্ট করা হচ্ছে,

— তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে তার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

(আহমদ, ১৬৪১৫
আবু দাউদ, ৪৮৮৪)

আর এর চেয়ে সর্বোচ্চ خذلان তথা পরিত্যাগ আর কি হতে পারে যে,

উম্মাহ তার ক্লান্তিলগ্নে ও সংকটে তার সন্তানদের আন্তরিকতা থেকে বঞ্চিত হয়,

যারা তাদের দ্বীন ও তার হুরমত রক্ষার্থে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন ছিল ??

যতো-ই বুজুর্গীর ভাব ধরেন, প্রতিনিয়ত ফরজ-ওয়াজীব ত্যাগ করার 'গোনাহ' আমল নামায় যুগ হয়েই চলছে।

ত্বাগুতের অধীনে জীবনপাত করে ফরজ ত্যাগ করার গোনাহ, মাজলুমদের ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকে ওয়াজিব ত্যাগ করার গোনাহ!

মিষ্টি মিষ্টি আমল করে
এতো সহজেই জান্নাতে যাওয়া যাবে না 'ভাই ?

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে?

অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি?
(আলে ইমরানঃ-১৪২)

আজকে কি আমাদের
মাঝে এমন কোন আবু বক্কর [রাঃ] নিই

যে জিহা|দের জন্য
বন্দী মুক্তি খাতে নিজের
সমস্ত সম্পদ আল্লাহর
ওয়াস্তে উৎসর্গ করে দিবে

আজকে কি আমাদের মাঝে এমন কোন ওমর
ইবনুল খাত্তাব [রাঃ] নিই

যে জিহা|দের জন্য
বন্দী মুক্তি খাতে
নিজের অর্ধেক সম্পত্তি আল্লাহর ওয়াস্তে
উৎসর্গ করে দিবে

আজকে কি আমাদের মাঝে এমন কোন আবু
বক্কর
[রাঃ] নিই যে

নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে
আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়ে বলবে

আমি আমার ঘরের সব কিছুকে আল্লাহর জন্য ব্যয় করে দিয়েছি

আর আমার ঘরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে রেখে এসেছি

আজকে কি আমাদের মাঝে শাহনামা রাহিমাহুল্লাহ এর তেমন কোনো উত্তরসূরী নেই

যে জিহাদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে দিয়ে বলবে

আমার যদি আরও সম্পদ থাকতো আমি সেগুলোকেও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ জন্য ব্যয় করে দিতাম

ভাইয়েরা আসুন...
আমরা জিহাদের পথে বন্দী মুক্তি খাতে বেশি বেশি করে দান করি

বন্দী মুক্তির মাধ্যমে জিহাদের কাজে আমাদের দানের হাতকে সম্প্রসারিত করি

আপনার নেক দোয়ায় এই অধমকে শরীক করতে কখনো ভুলবেন না

__নীরবতার প্রাচীর

[সংগৃহীত সংশোধিত
ও ঈষৎ পরিমার্জিত]

মুজাহিদ ভাইদের পরিবারকে দেখাশোনা করার ফজিলত।

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উওমরুপে মুজাহিদ ভাইদের পরিবার ও তাদের ধনসম্পদের দেখাশোনা করবে তার জন্য রয়েছে মুজাহিদ ভাইদের অর্ধেক সওয়াব।

অন্য হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

বিধাবা ও নিঃস্বদের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কারীর মত অথবা ঐ ব্যক্তির মত
যে রাতে সালাতরত থাকে এবং দিনে সিয়াম পালন করে তাহলে যে যুদ্ধে না গিয়ে এত মেহনত না করে

শুধুমাত্র তার পরিবার
পরিজন কে দেখাশোনা করলো এবং তার বিধবা নারীকে তার বিধবা বিবীকে অথবা তার ছেলে সন্তান কে দেখভাল করলো এতিম ছেলেকে দেখভাল করলো
সে ব্যক্তিকে তার অর্ধেক সওয়াব দেয়া হবে ।

অন্য হাদিসে রাসুল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ কারী তার মতই সওয়াব পাবে এমনকি বলেন অথবা সে ঐ ব্যক্তির মত যে সারারাত আল্লাহ'র সালাত কায়েম করে

এবং নফল ইবাদত করে এবং সারাদিন সে রোজা রাখে তাহলে সারা দিন যে রোজা রাখে তার কী পরিমাণ কষ্ট হয় সারা রাত সালাত আদায় করে তার কী পরিমাণ কষ্ট হয়
দিন রাত জুড়ে সে মেহনতের মধ্যে থাকে এবং এই কষ্টের পরে যে সে সওয়াব অর্জন করবে

কোন ঐ ব্যক্তি যদি মিসকিনদের কে অথবা কোন বিধাবাকে দেখভাল করে তাদের হাজত যদি পূরণ করে দেয় কিংবা পূরণ করার জন্য শপথ গ্রহণের চেষ্টা করে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার আমল নামায় সেই পরিমাণে সওয়াব দিবেন
কত সৌভাগ্যের ব্যাপার

অন্য একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

পর-উপকারকারী আল্লাহ'র কাছে সবচেয়ে প্রিয়

যে অন্যকে উপকার করে আল্লাহ'র কাছে সে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আর সর্বপেক্ষা সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে যে অন্যকে উপকার করে

আল্লাহর কাছে সে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আর সর্বোপেক্ষা সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে মুসলমানকে আনন্দিত করা ,খুশি করা , তার বিপদ দূর করে দেয়া কোন মুসলমানের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া , তার ক্ষুধাকে নিবারণ করে দেয়া , মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে আমার কাছে মসজিদে এক মাসের ইওকাফ করার চাইতে বেশি উওম

যে ব্যক্তি রাগ সম্বোরণ করবে আল্লাহ তায়ালা তার দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখবেন

যে ব্যক্তির রাগ প্রয়োগ করার শক্তি সত্ত্বেও তা দমিয়ে রাখবে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে সন্তুষ্টি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন

যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে তার সঙ্গে চলবে যতক্ষণ না তা সমাধান করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত যদি তার সাথে চলে

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার পদযুগুল কে স্বস্থির করে দিবেন যেদিন তার পা সমূহের

পদস্খলন ঘটবে সেদিন

নিশ্চয় খারাপ চরিএ আমল কে নষ্ট করে দেয় যে মন্জিলে মওদুদ কে নষ্ট করে দেয়

এই হাদিসের ভিতিরে রাসূলে কারীম (সাঃ) বললেন

অন্য কাউকে উপকার করা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা'র কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল

রাসূলে কারীম সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন

যে একমাস পর্যন্ত কেউ যদি মসজিদে ইওকাফ করে এর চেয়ে আমার কাছে উওম হল

যে কোন মুসলিমের হাজাত কে পূরণ করে দেয়া অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করে দেয়া তার বিপদ দূর করে দেয়া তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া

রাসূল কারীম সাঃ নিকট এক মাস মসজিদে ইওকাফ করার চেয়ে উওম

রাসূলে কারীম (সাঃ) বলেন, এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না মিথ্যা বলতে পারে না এবং তাকে সাহায্য করাকে ত্যাগ করতে পারে না

এক মুসলমানের মান সম্মান ধন সম্পদ ও রক্ত অন্য মুসলমানের জন্য হারাম

তাকওয়ার স্থানে এখানে অন্তরে কারো অকল্যাণের জন্য যথেষ্ট সে নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে

অন্য এক হাদীসে এসেছে রাসূলের কারীম সাঃ বলেন , এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই সে তার উপর জুলুম করতে পারে না এবং তাকে শত্রুর সামনে সোপর্দ করতে পারে না

যে ব্যক্তি তার নিজ ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করাতে নিয়োজিত থাকিবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন

যে ব্যক্তি তার নিজ ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার বিপদ
দূর করে দিবেন

যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন দোষ ঢেকে রাখে
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার দোষকে
ঢেকে রাখবেন

তাহলে যদি আমরা এই হাদিসগুলোর প্রতি দেখি

রাসূলে কারীম সাঃ বলেন এক মুসলমান হচ্ছে
অপর মুসলমানের ভাই

তাকে সে জুলুম করতে পারে না এবং সে তাকে
শত্রুদের হাতে তুলেও দিতে পারে না

এবং এর বিপরীতে মানুষকে উপকার করা তা
আল্লাহ'র কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দীয়

রাসূল কারীম সাঃ
এমনও বললেন

যে অন্য কাউকে উপকার করা তার হাজত পূরণ
করা তার বিপদ দূর করে দেয়া অথবা তার ঋণকে

পরিশোধ করে দেয়া এগুলো এক মাস ইওকাফ করার চাইতে উওম

তাহলে কোন মানুষ যদি সে নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারে কোন কারণে যদি যাইতে না পারে

সে যদি তার এলাকায় থাকা মুজাহিদ ভাইদের পরিবার কে দেখাশোনা করে

তাদের প্রয়োজন কে মিটিয়ে দেয় তাদের ছেলে সন্তানের প্রয়োজন কে মিটিয়ে দেয়

তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ঐ ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির মতই সওয়াব দিবে

যে ব্যক্তি যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধের মাঠে থেকে গেল অথবা শাহাদত বরণ হয়ে গেল

কোন ব্যক্তি এত কষ্ট করে যুদ্ধে গেল এবং সে যুদ্ধে গিয়ে এত কষ্ট করল এমনকি শাহাদাত বরণ করল

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা
যে ব্যক্তি তার পরিবারের দেখভাল করবে তাকেই

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সে রকমে সওয়াব
দিবেন সুবাহানাল্লাহ

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একান্ত
রহমত

এজন্য আমাদের উচিত যারা ইয়াতিম আছে
বিধাবা আছে অথবা মুজাহিদের পরিবার আছে
অসহায় তাদের কে দেখভাল করা
এটা আমাদের দায়িত্ব

এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের কে
বিষয়টি বুঝার ও
যথাযথ আমল করার তৌফিক দান করুক
[আমীন]

~ শাইখ শরিফুল ইসলাম হাফিঃ কন্ঠ থেকে নেয়া

__নীরবতার প্রাচীর

আসুন আমরা আমাদের যাকাতের

অর্থগুলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র কাজে ব্যয় করি

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ যেমনিভাবে একটি ফরজ ইবাদত

ঠিক তেমনিভাবে জিহাদের জন্য মাল উৎসর্গ করা ও একটি ফরজ ইবাদত

কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গাতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা

অর্থাৎ মাল দিয়ে জিহাদ করা ও জান দিয়ে জিহাদ করার কথা কি একসাথে উল্লেখ করেছেন

এর মধ্য থেকে নয়টি জায়গাতেই আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা মাল দিয়ে জিহাদ করাকে জান দিয়ে জিহাদ করার আগে উল্লেখ করেছেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন
তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো

তোমরা তোমাদের মাল দিয়ে
আমাদের জান দিয়ে

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে উল্লেখিত আয়াতে

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা
মাল কে জানের আগে এনেছেন

আমাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন জিহাদের জন্য
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

সুতরাং আগে তোমরা মাল দিয়ে যুদ্ধ করো
তারপর তোমরা জান দিয়ে যুদ্ধ কর

সুতরাং আসুন না
আমরা আমাদের যাকাতের অর্থগুলোকে
জিহাদ ফ্রী সাবীলিল্লাহ'র
কাজে ব্যয় করি

সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আজকে মুজাহিদীনরা
যাকাতের অর্থের বেশী হকদার

কেননা এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া
রহিমাহুল্লাহ প্রসিদ্ধ ফতুয়া রয়েছে

ইমাম ইবনে তাইমিয়া
রহিমাহুল্লাহ বলেন
আল জিহাদ জিহাদ যদি কখনো এমন হয় যে
দুর্ভিক্ষের কারণে একদিকে মানুষ ক্ষুধার কষ্ট
পাচ্ছে অপরদিকে মুজাহিদীনরা অর্থের অভাবে
যুদ্ধ করতে পারছে না

তাহলে সেই সময় কাকে দান করা হবে ইমাম ইবনে
তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন

মুজাহিদীনদেরকে দান করা হবে যদিও অন্যান্যরা
মারা যায়

কষ্টে যদি কিছু মানুষ মারা যায় তাহলে তো কিছু
মানুষ
মারা গেল মাত্র

আর অর্থের অভাবে যদি মুজাহিদিনরা জেহাদ বন্ধ
করে দেয় তাহলে তো দিন ধ্বংস হয়ে যাবে

দ্বীনের ক্ষতি হবে

আজকে কি আমাদের মাঝে এমন কোন আবু বক্কর [রাঃ] নেই যে
জিহাদের জন্য নিজের সমস্ত সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াস্তে উৎসর্গ করে দিবে

আজকে কি আমাদের মাঝে এমন কোন আবু বক্কর [রাঃ] নেই যে

নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে
আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়ে বলবে আমি আমার ঘরের সব কিছুকে আল্লাহর জন্য ব্যয় করে দিয়েছি

আর আমার ঘরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে রেখে এসেছিল

আজকে কি আমাদের মাঝে শাহনামা রাহিমাহুল্লাহ এর তেমন কোনো.
উত্তরসূরী নেই

যে জিহাদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ

করে দিয়ে বলবে

আমার যদি আরও সম্পদ থাকতো আমি সেগুলোকেও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ জন্য ব্যয় করে দিতাম

ভাইয়েরা আসুন আমরা জিহাদের পথে বেশি বেশি করে দান করি জিহাদের কাজের জন্য আমাদের দানের হাতকে সম্প্রসারিত করে দেই

আমাদের অর্থ দিয়ে মুজাহিদীন জিহাদ করবে আমাদের দিয়ে অর্থ দিয়ে মুজাহিদীন কোন সাজে সজ্জিত হবে এরচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে

হাদিসের মধ্যে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে দিল কেমন যেন সেও জিহাদ করল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু গণকে জিহাদের মধ্যে দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন.

সাহাবায়ে কেরাম
যারা দ্বীনের জন্য নিজেদের সবকিছুকে কুরবানী করে দিয়েছিলেন

~ নীরবতার প্রাচীর

মুজাহিদীনদের আপনার যাকাত প্রদান করুন

যাকাত বিতরন আটটি বিভাগে সীমাবদ্ধ
" নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের (ইসলাম এর জন্য অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য : (তা বণ্টন করা যায়)
দাস আযাদ বা মুক্ত করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে ।

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।" [৯৩৬০]

আল্লাহর পথে “ফী সাবিলিল্লাহ” বলতে মুজাহিদীনদের বোঝায় ।

মালেকী ফকীহ আবু বকর বিন আল আরবী বর্ণনা করেছেন :
“মালিক বলেছেন:
* আল্লাহর পথ অনেক ধরনের রয়েছে কিন্তু এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে এখানে এই আয়াতের মধ্যে) 'আল্লাহর পথ 'বলতে লড়াইকে। জিহাদ) বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আল নওয়াবী যাকাত ব্যয়ের ব্যাপারে বলতে গিয়ে আল মিনহাজে বর্ণনা করেছেনঃ "আল্লাহর পথের সৈনিককে তার যাবতীয় খরচ দেয়া হয় এবং তার পরিবারের যাবতীয় খরচও দেয়া হয় সে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত, এমনকি সে যদি দীর্ঘ সময়ও অনুপস্থিত থাকে।"

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমই মুজাহিদীনদের

যাকাত দেয় না। তারা যদি নিজেদের শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত রাখতো তাহলে তারা বুঝতো যে এখনকার যুগে তাদের যাকাত দানের উত্তম পন্থা বা রাস্তা হলো তা মুজাহিদীনিদের দেয়া।

কারন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পাঁচটি পরিস্থিতি ব্যাতীত সম্পদশালী ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া যায় না।

" রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তার মধ্যে একটি হলো- "আল্লাহর পথে যোদ্ধা"। (আবু দাউদ)

এখন যদি মুজাহিদীনরা ধনী হলেও তাদের যাকাত দেয়া যায়, তখন তাদের ব্যাপারে কি হবে যখন যাকাতের আটটি শ্রেণীর মধ্যে চারটিতেই মুজাহিদীনরা রয়েছে?
- তারা দরিদ্র, তারা অভাবগ্রস্ত, তারা মুসাফির এবং একমাত্র তারাই আল্লাহর পথে রয়েছেন! সুতরাং আপনারা মুজাহিদীনদের যাকাত প্রদান করুন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করুন।

আপনার মাল-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা একটি আয়াত ছাড়া প্রতিটি আয়াতেই স্বশরীরে জিহাদের আগে মাল সম্পদ দিয়ে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে।

মাল সম্পদের মাধ্যমে জিহাদের গুরুত্বের দিক টা আমাদের দেখতে হবে কারন, এর উপরেই জিহাদ অনেকটা নির্ভরশীল।

অন্যভাবে বলতে গেলে, মাল সম্পদ নেই তো জিহাদ ও নেই এবং জিহাদের জন্য প্রচুর পরিমান মাল সম্পদ এর প্রয়োজন।

আল কুরতুবি তার তাফসীরে বলেছেনঃ "সাদাকাহ এর ক্ষেত্রে ব্যয় করা অর্থের পুরষ্কার দশ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে ব্যয় করা মাল সম্পদ ৭০০ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেনঃ"
যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীর্ষে রয়েছে একশ’ দানা।

আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন।
আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় , সর্বজ্ঞ।।"

সম্ভবত জিহাদের জন্য পশ্চিমা (ইউরোপ, আমেরিকা) মুসলমানরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তাদের মাল সম্পদ জিহাদ এর জন্য খরচ করে ,

যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে মুজাহিদীনদের জন্য লোকবলের চেয়ে অর্থের বেশি প্রয়োজন। যেমন- শেখ আব্দুল্লাহ আযযাম বলেছেনঃ " আল্লাহ'র সৈনিকদের জন্য জিহাদ জরুরি এবং জিহাদের জন্য মাল সম্পদ জরুরি।"

মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা:
উপরন্তু, নিজের পকেটে থেকে আল্লাহর রাস্তায় মাল সম্পদ খরচ করার পাশাপাশি আপনার অন্যকেও আল্লাহর রাস্তায় মাল সম্পদ খরচ করতে উৎসাহিত করা উচিত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে অন্যকে একটি সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করলো, তারা তা করলে সে তাদের

সমান পুরষ্কার পাবে।"

মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে আপনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি সুন্নাতও পূরণ করছেন যা তিনি যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রায়শই করতেন।

~ নীরবতার প্রাচীর

আপনার নেক দোয়ায় যুদ্ধরত,বন্দীরত ও মামলারত ভাইদের কথা কখনো ভুলে যাবেন না

আল্লাহ'র রাস্তায় মুজাহিদ ভাইদের জন্য দানের হাতকে প্রসারিত করুন

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু গণকে

আল্লাহর রাস্তায় দানের জন্য সাদাকা করার
জন্য উৎসাহিত করছিলেন

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু
তা'আলা আনহু বলেন,

সেই সময় আমি অনেক সম্পদের মালিক ছিলাম
আমি চিন্তা করলাম সব সময় আবু বক্কর
বেশি দান করে আজকে আমি আবু বকরের
চেয়েও বেশি দান করব

অতঃপর আমি আমার সম্পদের থেকে অর্ধেক
পরিমাণ সম্পদ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে উপস্থিত হলাম
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
জিজ্ঞেস করলেন

তুমি তোমার ঘরের জন্য কি দেখে এসেছো
আমি বললাম যা নিয়ে এসেছি তার সমপরিমাণ
সম্পদ ঘরের জন্য রেখে এসেছি

কিছুক্ষণের মাঝেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহু তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর মধ্যে উপস্থিত হলেন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
জিজ্ঞেস করলেন

তুমি তোমার ঘরের জন্য
কি রেখে এসেছ

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা
আনহু জবাব দিলেন

আমি আমার ঘরে আমার পরিবারের জন্য আল্লাহ্
তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা.
বলেন এই জবাব শুনে আমি আবুবক্কর কে
লক্ষ্য করে বললাম

আমি দানের প্রতিযোগিতায় কখনোই তোমার
সাথে জয়ী হতে পারবোনা

সম্মানিত উপস্থিতি
সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম দ্বীনের জন্য
তাদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন

সবকিছুকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিয়েছিলেন
তাবুক যুদ্ধের সময়

জিহাদের কাজে আর্থিক সহায়তা করার জন্য
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে
কেরামগণ উদ্বুদ্ধ করেছিলেন

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা
আনহু দাঁড়িয়ে বললেন

ইয়া রাসূল্লাহ (সাঃ)
আমি এক শত সুসজ্জিত উট আল্লাহর
রাস্তায় দান করলাম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আবারো জিহাদের কাজে আর্থিক
সহায়তার জন্য সাহাবায়ে কেরামগণ
কে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর
দ্বিতীয়বার আবার দাঁড়িয়ে বললেন

ইয়া রাসূল্লাহ আমি 270 আল্লাহর
রাস্তায় দান করলাম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আবারো সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু
আনহু গুণকে জিহাদের মধ্যে দান
করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু
তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন

ইয়া রাসূল্লাহ.
তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করলেন
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন

ওসমান আজকে নিজের জন্য জান্নাত
ওয়াজিব করে নিল

এরাই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম
এরাই করছে আমাদের পূর্ববর্তী কোন
যারা দ্বীনের জন্য নিজেদের সবকিছুকে
কুরবানী করে দিয়েছিলেন

নিজেদের সবকিছুকে আল্লাহর রাস্তায়
ব্যয় করে দিয়েছিলেন

সম্মানিত উপস্থিতি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ
যেমনিভাবে একটি ফরজ ইবাদত

ঠিক তেমনিভাবে জিহাদের জন্য মাল উৎসর্গ করা
ও একটি ফরজ ইবাদত

কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গাতে আল্লাহ
সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা অর্থাৎ মাল দিয়ে জিহাদ
করা ও জান দিয়ে জিহাদ করার
কথা কি একসাথে উল্লেখ করেছেন

এর মধ্য থেকে নয়টি জায়গাতেই আল্লাহ
সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা মাল দিয়ে জিহাদ
করাকে জান দিয়ে জিহাদ করার

আগে উল্লেখ করেছেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন,,
তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো তোমরা
তোমাদের মাল দিয়ে আমাদের জান দিয়ে

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে উল্লেখিত আয়াতে
আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা মাল কে জানের
আগে এনেছেন

আমাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন জিহাদের জন্য মাল
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আগে তোমরা মাল দিয়ে
যুদ্ধ করো তারপর তোমরা জান
দিয়ে যুদ্ধ কর

সুতরাং আসুন না ,,
আমরা আমাদের যাকাতের অর্থগুলোকে জিহাদ
ফি সাবিলিল্লাহ খাতে ব্যয় করি

আমরা আমাদের যাকাতের অর্থগুলোকে
মুজাহিদিনদের জন্য দান করি

সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আজকে মুজাহিদীনরা

যাকাতের অর্থের বেশী হকদার

কেননা এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া
রহিমাহুল্লাহ প্রসিদ্ধ ফতুয়া রয়েছে

ইমাম ইবনে তাইমিয়া
রহিমাহুল্লাহ বলেন

জিহাদে যদি কখনো এমন হয় যে দুর্ভিক্ষের
কারণে একদিকে মানুষ ক্ষুধার কষ্ট পাচ্ছে
অপরদিকে মুজাহিদীনরা অর্থের অভাবে যুদ্ধ
করতে পারছে না

তাহলে সেই সময় কাকে দান করা হবে ইমাম ইবনে
তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন

মুজাহিদীনদেরকে দান করা হবে যদিও অন্যান্যরা
মারা যায়

কষ্টে যদি কিছু মানুষ মারা যায় তাহলে
তো কিছু মানুষ মারা গেল মাত্র

আর অর্থের অভাবে যদি মুজাহিদিনরা জেহাদ বন্ধ

করে দেয় তাহলে তো দ্বীন ধ্বংস
হয়ে যাবে দ্বীনের ক্ষতি হবে

আ|ল কা|য়ে|দা ভারতীয় উপমহাদেশের
মুজাহিদীন বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা
সত্ত্বেও আল্লাহর শ|ত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের
কাজকে অব্যাহত রেখেছেন

শত প্রতিবন্ধকতার মাঝেও আল্লাহর
অনুগ্রহে তারা একের পর এক সফল
অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছেন

হে প্রিয় রাসূল
মন খুলে মুজাহিদীনদেরকে দান করি
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ জন্য আমাদের
হাতকে সম্প্রসারিত করে দিই

আজকে কি আমাদের মাঝে এমন
আবু বক্কর রাঃ উওরসূরি নেই যে
জিহাদের জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি
আল্লাহর ওয়াস্তে উৎসর্গ করে দিব

আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়ে বলবে আমি

আমার ঘরের সব কিছুকে আল্লাহর জন্য ব্যয় করে দিয়েছি আর আমার ঘরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে রেখে এসেছি

আজকে কি আমাদের মাঝে শাহনামা রাহিমাহুল্লাহ এর তেমন কোনো.
উত্তরসূরী নেই

যে জিহাদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে দিয়ে বলবে আমার যদি
আরও সম্পদ থাকতো আমি সেগুলোকেও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ জন্য ব্যয় করে দিতাম

ভাইয়েরা আসুন,,
আমরা জিহাদের পথে বেশি
বেশি করে দান করি
জিহাদের কাজের জন্য আমাদের
দানের হাতকে সম্প্রসারিত করে দিই

আমাদের অর্থ দিয়ে মুজাহিদীন জিহাদ করবে
আমাদের অর্থ দিয়ে মুজাহিদীন কোন সাজে
সজ্জিত হবে এরচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয়
আর কি হতে পারে ?

হাদিসের মধ্যে এসেছে
 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে দিল কেমন যেন সেও জিহাদ করল

সুতরাং আসুন না আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ মুজাহিদীনদেরকে বেশি বেশি করে দান করি

আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে জিহাদের পথে বেশি বেশি করে দান করার তৌফিক দান করুন আমীন

শাইখ তামিম আল আদনানি (হাফিঃ)
লেকচার থেকে নেয়া

__ নীরবতার প্রাচীর

প্রাচীরের ওপারে বন্দী ভাইদের আর্তনাদ

গুলো সত্যিই অনেক ভয়ানক ...

আমরা বধির হয়ে গেছি
তাই তাদের আর্তনাদ গুলো আমাদের
কর্ণে পৌঁছাই না !!

আমরা অন্ধ হয়ে গেছি তাই তাদের
দুঃখ কষ্ট বন্দীত্ব দেখেও ,
আমরা না দেখার ভান করছি !!

আল্লাহ না করুক, আপনাকে আল্লাহ এরকম
পরীক্ষার সম্মুখীন করতে পারে

প্রাচীরের ওপারে ভাইদের আহজারি
চাপাকান্নাগুলো আমাদের অন্তরে কী
তাদের প্রতি সহনূভতি সৃষ্টি করে না

আমাদের অন্তর গুলো কী
মরে গেছে !! অনুধাবন করার মত
শক্তিও কী আমরা হারিয়ে ফেলেছি ??

হে আমার ভাইয়েরা

নিছুক নিরাপত্তা অযুহাতে
কেন নিজেকে আড়াল করছি !?

শেষ বিচার দিবসে রবের
সামনে দাঁড়াতে পারবে তো !!

আপনার আশাপাশের বন্দী ভাইদের
পরিবারের আর্তনাদ গুলো কে
আপনাকে চিন্তিত করে না !?
আপনাকে কাঁদায় না !?

আপনি কীভাবে ভুলে গেলেন
উম্মাহর প্রতি আপনার দায়িত্ব কর্তব্য গুলো !?

আপনার আবেগ দায়িত্ব কর্তব্য গুলো কী
শুধু ফেসবুক অনলাইনে ইসলামীক
পোষ্টের স্টাট্যাসে !?

আপনার দায়িত্ব কর্তব্য কী শুধু অনলাইন মিডিয়া
জেহাদে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ !?

হে আমার ভাইয়েরা...
প্রাচীরেরা ওপারে বন্দী ভাইদের প্রতি

সাহায্যের হাত কে প্রসারিত করুন

প্রাচীরের ওপারে অনেক ভাই অর্থের
অভাবে জামিন মুক্ত হতে পারছে না !!

অনেক ভাই অর্থের অভাবে মামলা
চালাতে পারছে না !!

অনেক ভাই দীর্ঘ সাজা হয়ে গেছে
অনেক ভাইয়ের ফাঁসির রায় হয়ে গেছে
আবার অনেকের হচ্ছে !!

অথচ...
আমরা নিজেদের সুখ শান্তি
বিলাসাতা নিয়ে ব্যস্ত ...

নিজেদের সুখ শান্তির জন্য হাজার
হাজার টাকা অপচয় করছি

অথচ নিছুক নিরাপত্তার অযুহাতে
বন্দী ভাই ও তাদের পরিবারের জন্য
এক টাকা ব্যয় করছি না !!

কীভাবে আমরা নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য ও
উম্মাহর মুক্তির ফিকির থেকে নিজেদের
মুখ ফিরিয়ে নিলাম !!

ভাই নিছুক নিরাপত্তা অযুহাত দিয়ে কী
আমরা আল্লাহ কাছ থেকে এ দায়ভার
থেকে মুক্ত হতে পারব তো !?

কাল হাশরের ময়দানে রবের সামনে
দাঁড়িয়ে কী এ বিষয়ে উওর দিতে পারব !?
নিজেকে বিবেক কে প্রশ্ন করুন ভাই ?

বন্দী ভাইদের জন্য আপনাদের সামান্য
কিছু অর্থ সহযোগিতা মুক্ত করতে পারে
হাজারো বন্দী ভাইদের কে

মুক্ত করতে পারে প্রাচীরে ওপারে
থাকা বছরের পর বছর সাজা খাটা
ভাইদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে

দয়া করে ,
বন্দী ভাইদের মুক্তির জন্য

আপনার দানের হাত কে
প্রসারিত করুন

আপনার অর্জিত অর্থের কিছু টাকা
আপনার আশে পাশের বন্দী ভাইদের
মুক্তির জন্য নিঃশর্ত ভাবে ব্যয় করুন

আমাদের যার যতটুকু সামর্থ্য আছে
তা দিয়ে বন্দী ভাইদের মুক্তির জন্য
তাদের পরিবার কে সহযোগিতায়
এগিয়ে আসুন

আমরা নিছুক নিরাপত্তা কে
শর্ত না বানাই ;

আজকে যদি আপনি তাদের কে সাহায্য
না করেন তাহলে কী তাদের প্রতি
সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে ?

ওয়াল্লাহি ; আসুন ভাইয়েরা ,
আমরা বন্দী ভাইদের মুক্তির জন্য
আমাদের দানের হাতকে প্রসারিত করি

ওয়াল্লাহি ; আমরা ধ্বংস হয়ে যাব যদি
আমাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিম
ভাইদের মুক্ত না করি

~ নীরবতার প্রাচীর

সৌদি আরবে রিয়াদের আল ইজ্জ বিন
আব্দুস সালাম মসজিদের ইমাম
🎙"শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল
হাবদান"
🎤“মুসলিম কারাবন্দীদের পক্ষে কে
দাঁড়াবে?”
শীর্ষক জুম্মার খুতবার লিখিত রুপ
(১৬ আগস্ট ২০০২ সাল ১৪২৩ হিজরী)

“মুসলিম কারাবন্দীদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?”

প্রথম পর্ব :-

একজন বন্দীকে অসহ্য নির্যাতন করা হতে পারে, সম্মানহানিকর কিছু করা হতে পারে কিংবা কঠিন পরীক্ষার মাঝে তাকে পতিত হতে পারে।

যাই হোক না কেন, এসবের কারণে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তাদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে দেন।

আল্লাহ বলছেন, “মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের

পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে”।
[সূরা আল আনকাবুত ২-৩]

ও মুসলিম উম্মাহঃ

এই হল শত্রুদের হাতে যারা বন্দী হয়েছেন তাদের কথাঃ ফিলিস্তিন, কিউবা, গুয়ানতানামো কিংবা দুনিয়ার অন্য যে কোন প্রান্তে।

এরাই সেসব লোক, যারা তাদের ভাইদের সাহায্যে সামনে এগিয়ে এসেছিলেন, তারা এসেছিলেন মুসলিম ভূমির পবিত্রতা রক্ষার্থে, এমন একটি সময়ে যখন বাকিরা হতাশ হয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছিল।

যখন তারা নিজেরা এগিয়ে এসেছিলেন উম্মাহর বিপদের সময়ে, আজকে তাদের এই দুর্দিনে সারা উম্মাহর প্রতি তাদের হক অধিকার আছে যেন আমরাও তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাই,

তাদের এই পরীক্ষায় পাশে থাকি। আর এভাবেই

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহর প্রতি আদেশ করেছেন,
“ তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর !” [বুখারী]

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ
“মানুষের উপর এটা বাধ্যতামূলক যে তাদের যা কিছু আছে সব মুক্তিপণ দিয়ে কারাবন্দীদের মুক্ত করবে, আর এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই(ফুকাহাদের মধ্যে),কারণ রাসুলুল্ললাহ বলেছেন, “ তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর !” [বুখারী]

উলামায়ে ইসলাম যথার্থই বলেছনঃ
“যদি শত্রুদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করতে গিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগার পুরোটাই খালি হয়ে যায়, তবু এ বিষয়ে ঢিলেমি করার অবকাশ নেই”।

আর এটাই সঠিকঃ
এ ক্ষতিকেও বেশি বড় করে দেখার অবকাশ নেই, পারে যখন আমরা দেখি লুটেরা আমেরিকানদের হাতে মুসলিমরা তাদের সম্মান হারাচ্ছে, বেইজ্জতি হচ্ছে আর তারা তা ঘৃণার চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর উপভোগ করছে,

আর কি বিপর্যয় আছে যা এর থেকেও বেশি ?

এ দৃশ্য আপনারাও দেখেছেন নিশ্চয়ই, যেমনি দেখেছে সারা বিশ্বের মানুষ, কি নির্মম অমানবিক ট্রাজেডির শিকার হয়েছে

আমাদের ভাইয়েরা কিউবা (গুয়ানতানামো) তে। বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে,

তাদের অনেকেই এসেছেন পাকিস্তান থেকে –একটি কার্গো বিমানে করে চালান করে দেয়া হয়েছে, তাদের দাড়ি কামিয়ে দিয়েছে, মাথা ন্যাড়া করা, কাপড় ছিড়ে ফেলা হয়েছে, কমলা রঙয়ের পোশাকে আপাদমস্তক, চোখ বাঁধা এবং সকল অনুভূতি ইন্দ্রিয় থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তাদের সম্মান কোথায়? লোহার খাঁচার আবদ্ধ মানুষগুলোকে দেখে কি মনে হয় ?

তারা কি নূন্যতম মানবিক সম্মানটুকুও পেয়েছেন নাকি চিড়িয়াখানার পশুদের চেয়েও বাজে অবস্থায় আবদ্ধ রাখা হয়েছে তাদের?

একটি চিড়িয়াখার পশুও খাঁচার ভেতর যতটুকু জায়গা পায় তাদের ভাগ্যে ততটুকুও নেই।

তাদেরকে খাঁচা থেকে বের হবার কোন সুযোগ দেয়া হয় না দিনে একটিবার ছাড়া, আর সেটি হল যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে বের করা হয়।

হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায়, মাথা নিচু করে রাখা, কালো কাপড়ে মোড়ানো, তাদের আত্মসম্মানকে ধবংস করে দেয়া হচ্ছে,

সব সময় তাদের মনে যে চিন্তা দানা বাঁধছে তা অনেকটা এরকম নয় কিঃ “ মুসলিমদের সেই সম্মানের দিনগুলো কোথায়?

বিজয়ীদের সেই দীন কোথায়? আর কোথায় তোমরা আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা?”

আমাদের ভাইয়েরা আছে কিউবার গা ঝলসানো সূর্যের নিচে, আর এটা শীতকালের অবস্থা, ভাবুন গ্রীষ্মকালে কি অবস্থায় থাকেন তাঁরা?

এমনকি যে রাতকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিশ্রাম ও ঘুমের জন্যে তৈরি করেছেন সেই রাতেও অত্যাচারী সৈনিকেরা চোখ ধাঁধানো ফ্লাস লাইটের আলো জ্বেলে রাখেন তাদের খাঁচাগুলোর দিকে।

দিনে তারা উত্তপ্ত সূর্যের নিচে আর রাতে চোখ ধাঁধানো ফ্লাস লাইটের কারণে তারা দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে থাকছেন।

তো এই অবস্থায় কিভাবে তারা ঘুমের স্বাদ পেতে পারেন, কিভাবে তারা এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় খাদ্য-পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন? বস্তুতঃ তাদের এই যন্ত্রণা দু ধরণের।

প্রথমত, বন্দীদশায় অত্যাচারী আমেরিকানদের হাতে পাশবিক নির্যাতন সহ্য করার কষ্ট,

আর দ্বিতীয়ত আজকে আমরা যারা মুসলমান হয়েও তাদেরকে ত্যাগ করেছি, ছেড়ে দিয়েছি আর তাদের কথা ভুলে গেছি সেই কষ্ট।

কেউ নেই আজকে তাদের প্রতি যে অত্যাচার করা

হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কথা বলবার, বরং আমরা তাদের কথা ভুলে গেছি এবং এমনভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন কাটাচ্ছি যেন কিছুই ঘটেনি, যেন সব কিছু ঠিকঠাক মতই চলছে।

“মুসলিম কারাবন্দীদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?”

দ্বিতীয় পর্ব :-

কিভাবে আজকে মুসলমানেরা আরাম আয়েশে বিভোর থাকতে পারে?

কিভাবে আজকে আমরা পানাহারে মত্ত আছি যখন আমাদের ভাইয়েরা শত্রুদের হাতে বন্দী?

কিভাবে আজকে আমরা শান্তিতে ঘুমাই যখন আমাদের শান্তিতে রাখার জন্যে যারা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন

তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে নির্ঘুম জীবন,
অত্যাচারী আমেরিকানদের হাতে?

কিভাবে একজন মানুষের চোখ শুকনো থাকতে পারে যখন সে তার ভাইদেরকে এইরূপ অত্যাচার ও যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে ?

মুসলিমেরা কিভাবে সন্তুষ্ট থাকতে পারে নিজেদের সন্তানদেরকে কুফফার শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে, তাদেরকে তারা পাঠিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর দূরতম একটি প্রান্তে অথচ তাদের অন্তরে কোন কিছুই জাগ্রত হয় না,

কোন হাহাকার জেগে উঠে না, আমরা একটি শব্দও উচ্চারণ করতে শুনি না, একটি আর্ত চিৎকারও শুনিনি,কেন?

আমাদের রাষ্ট্রগুলো কি অবস্থানে আছে?
গোত্রগুলোর অবস্থান কি?
আর তাদের পরিবার আর আত্মীয়েরা?

তাদের উপর কি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়নি কিছু

একটা করার এবং তাদের পক্ষে নিজেদের অবস্থান জানান দেয়ার?

তাদের উচিত আমেরিকানদের জানিয়ে দেয়া এই বন্দীলোকেরা সারা দুনিয়া থেকে শিকড় কাটা হয়ে যায়নি, তাদের উচিত এটা জানিয়ে দেয়া যে এখনো এমন কেউ আছে যারা তাদের ব্যাপারটিতে নজর রাখছে।

তাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত, যে বন্দীদের বিষয়টি শেষ হয়ে যায়নি, বরং কেবল শুরু হয়েছে।

যারা মুখ বন্ধ করে আছে, তারা কেউ ক্ষমা পেতে পারে না, বিশেষত যখন আমরা দেখছি কি নির্মমভাবে দমন নীপিড়ন করা হচ্ছে
সেই লোকেদের প্রতি

যারা এই উম্মাহর মাথা উঁচু করার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে, দেশে দেশে তাদের আটক , বন্দী,নির্যাতন করা হচ্ছে।

ইসলাম ও মুসলিমের তরে
সমাহিত, যারা শহীদ

আল্লাহর ‘পরে করেছে আত্ম বিক্রয়
তারাই বীর মুজাহিদ ।

ঠিকানা তাদের স্থায়ী, জান্নাতের বিশালতায়
পেয়েছেন তাঁরা, করেছেন যার পাবন্দী,
আমরা প্রতীক্ষায় তার আজও
বন্দী কারাগারে তুমি, মুসলিম কারাবন্দী।

কে তুমি আজ ভাই, বন্দী
পড়ছো এই চিঠি
আর এদিকে মুক্তির স্বাদে
জমীনে চলছি মোরা নিরবধি

হে মুসলিম ভাই, তোমার কাছে একটু সময় চাই
কারাবন্দী তুমি, তোমাকে আমার অন্তরের খবর
জানাই?

অন্তরে জ্বলছে বজ্র অনল
আছে অপমান , কষ্ট অনর্গল।

হায় ! জেনে রেখো তুমি, তোমার অপমান তো শুধু
লোহার শিকল আর ইটের দালানে নয় !

হে বন্দী ভাই আমার ! তোমার সবচেয়ে বড়
অপমানের কারণ আমরা, যাদেরকে পিছনে ফেলে
আজ তুমি এই কারাগারে এসেছ !

তুমি তো সাহায্য করেছ সেই দীনকে যা এসেছে
অদৃশ্যের জ্ঞানী থেকে,আর মরতবা মর্যাদা;

অবশ্যই তুমি তা অর্জন করেছ। অন্তরের অন্তস্তল
থেকে আমি জানি, তুমিই সম্মানিত ।

আমাদের কারাবন্দীরা, আমরা তোমাদের ভুলে
গেছি; না , আসলে আমরা তোমাদের পরিত্যক্ত
করেছি !

এমনকি সিংহের গর্জনেও আমাদের এই ঘুম
ভাঙ্গবে না , এই দুনিয়া কতকাল ধরে ঘুমিয়ে আছে
আজ আর এই লোকেরা, ক্রুশ এর পূজারীরা, যেন
তারাই আছে সত্য পথের উপরে !

এই দৃশ্য দেখার থেকে কষ্টের আর কি হতে পারে
ও আমার মুসলিম ভাইয়েরা !

“মুসলিম কারাবন্দীদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?”

তৃতীয় পর্ব :-

হে মুসলিম উম্মাহ ! নিশ্চিতভাবেই আমাদের পূর্ববর্তী সালফে সালেহীনগণ আমাদের জন্যে উদাহরণ ও অনুসরণীয় নীতি রেখে গেছেন;

রেখে গেছেন কিভাবে শত্রুদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করতে হয় তার দৃষ্টান্ত।

যখন মানসুর বিন আবি আমির উত্তর আন্দালুসিয়ার জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তিনি করডোভার একটি ফটকে একজন মুসলিম নারীর সাক্ষাত লাভ করলেন। মহিলাটি তাকে বললেন,

“হায় ! আমি নিশ্চিত আমার সন্তানকে খ্রিস্টানরা বন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে গেছে- আর তুমি মুক্তিপণ

দিয়ে তাকে মুক্ত করে আনো”।

মানসুর শহরের ফটক থেকেই ফিরে গেলেন, করডোভাতে প্রবেশ পর্যন্ত করলেন না। বরং, তিনি মুজাহিদিনদের সাথে করে ফিরে গেলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে মুক্ত করে আনতে পারলেন ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে এলেন না, আর এ সবই মাত্র একজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করে আনার জন্যে।

আর স্মরণ করুন আন্দালুসিয়ার সেই শাসকের কথা, তিনি আল হাকিম বিন হিশাম,

যখন জানলেন একজন মুসলিম নারীকে বন্দী হিসেবে তুলে নেয়া হয়েছে তিনি শুনলেন, “ও আল হাকাম ! আমাকে উদ্ধার করো” !

ঘটনাটির গুরুত্ব তাকে ভারাক্রান্ত করে ফেলল। কাজেই তিনি লোকজন জড়ো করলেন, নিজে এবং তার সৈন্যদলকে প্রস্তুত করলেন এবং ১৯৬হিজরী (৮১২ সাল) এ শত্রুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি তাদের দেশে নিজের বাহিনী চালিয়ে দিলেন, একের পর এক দূর্গ জয় করলেন।

তিনি সারা দেশ তছনছ করে দিলেন, সমস্ত সম্পদ আটক করলেন। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের পুরুষেরা নিহত হলো, নারীরা যুদ্ধবন্দী হলো...আর এসব কি জন্যে? একজন মুসলিম নারীর সম্মান রক্ষার্থে। তার মুক্তি নিশ্চিত করার পরেই তিনি ফিরে এলেন করডোভাতে বিজয়ীর বেশে।

মুতাসিমের নিকট এই মর্মে আরো সংবাদ পৌঁছুল যে, উমুরিইয়াহ নামক স্থানে একজন খ্রিস্টান ব্রুট (brute) কর্তৃক একজন মুসলিমাহকে বন্দী করা হয়েছে।

আরো সংবাদ এল, তাকে বন্দী করে নির্যাতন করা হচ্ছিল এবং গালে থাপ্পড় মারা হচ্ছিল, একজন গুপ্তচর খলিফা মুতাসিমের নিকট জানাল যে নির্যাতনের সময় মহিলাটি "ওহে মুতাসিম !" বলে ডাকছিল, এবং কিভাবে একজন খলিফা বর্তমান অবস্থায় শত্রুদের হাতে মুসলমান নারী নির্যাতনের শিকার হয় তা নিয়ে চিৎকার করছিল।

এ ঘটনা শুনে খলিফা মুতাসিম যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন, প্রমাণ করে দিলেন একজন মাত্র একজন

মুসলমানের মর্যাদা কত বেশি,

যাকে মুক্ত করার জন্যে তিনি নিজে সেনাদলের প্রধান হিসেবে সত্তর হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে উমুরিয়াহ নামক স্থানে পৌঁছুলেন এবং তা জয় করলেন,

এরপর সেই বিধর্মী অত্যাচারী খ্রিস্টানকে খুঁজে বের করলেন, তার শিরচ্ছেদ করলেন এবং সেই সম্ভ্রান্ত মুসলিমাহ কে মুক্ত করে একজন যথাযথ শাসকের দায়িত্ব পালন করলেন।

আবু গালিব হাম্মাম বিন আল মুহাযিব আল মা'রি তার ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করছেন,

সাইফ আল দৌলা তার সমস্ত কোষাগার খালি করে অর্থ খরচ করেছেন রোমানদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে,

আরো উল্লেখ করেছেন আবুল আব্বাস আল খুজাই, শ্যাম দেশের যিনি গভর্ণর ছিলেন তিনি তুর্কিদের থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার জন্যে সেই আমলে এক মিলিয়ন দিরহাম পর্যন্ত

ব্যয় করেছেন !

এই ছিল সেই সব মুসলিম দেশের শাসকেরা যারা গত হয়েছেন, যখনই তারা কোন সাহায্যের আর্তচিৎকার শুনেছেন, তারা তীরের মত সেখানে সাড়া দিতে ছুটে গেছেন, সাহায্য করেছেন এবং মযলুমকে যালিমের হাত থেকে মুক্ত করেছেন।

আর হ্যাঁ, এজন্যেই খলিফা উমর বিন আবদুল আযীযে (রাহিমাহুল্লাহ) এর মত মহান ব্যক্তিরা তাঁর মন্ত্রীকে এই মর্মে পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন যে,

‘যদি একজন মাত্র মুসলিম কারাবন্দীকে মুক্ত করার জন্যে সমগ্র ইসলামিক রাষ্ট্রের কোষাগার খালি করে দিতে হয় তবে তাই কর’।

যদি অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্ত করা না যায়, তাহলে চূড়ান্ত সতর্কতা এবং মৌখিক হুমকির ব্যবহার করা আবশ্যক।

যখন কুতায়বা (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন) সুমানের শাসকের সাথে বন্দীদের ব্যাপারে

আলোচনা করছিলেন,

তখন তিনি নাইজাক টারখানের নিকট মুসলিম বন্দীদের ব্যাপারে চরমপত্র প্রেরণ করেছিলেন এবং এর ভাষা ও হুমকির ধরণ দেখে শাসক নাইজাক ভীত হয়ে

তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিম কারাবন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছিল।

জনসাধারণের মাঝে মুসলিম যুদ্ধবন্দী ও কারাবন্দীদের মুক্ত করার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টিতে আলেমগণ সর্বদাই সচেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন,

এটা তারা করেছেন নিজেদের দেশের মুসলিম শাসকের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করে কিংবা শত্রুদেশের শাসকের সাথে সাক্ষাত করে

কিংবা কমপক্ষে তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে দুয়া মোনাজাত করে হলেও চেষ্টা করেছেন যেন মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেয়া হয়।

“মুসলিম কারাবন্দীদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?”

চতুর্থ পর্ব;-

ইবন তাইমিয়া ‘বুলাই’ এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে গিয়েছিলেন, সে ছিল একজন মঙ্গোলীয় জেনারেল এবং ইবনে তাইমিয়ার দাবীর প্রেক্ষিতে সে সময় মঙ্গোলদের হাত থেকে অনেক মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

ইবন তাইমিয়া সাইপ্রাসের সম্রাটের নিকট নিম্নলিখিত পত্রটি প্রেরণ করেনঃ

“হে সম্রাট! এটা কেমন কাজ হল, তুমি রক্তপাতের অনুমতি দিচ্ছ, মহিলাদের বন্দীনি হিসেবে ধরে নিয়ে যাচ্ছ,

মানুষের সম্পদ দখল করছ অথচ তুমি কিনা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে কোন অনুমতি বা বৈধতা দিলে না?

আমরা কি ধরে নিব যে সম্রাট জানে না এই আমাদের দেশে অগণিত খ্রিস্টানেরা শান্তি এবং নিরাপত্তার সাথে বাস করে আসছে?

তাদের সাথে আমাদের আচরণের স্বরূপ সবাই জানে। তাহলে এটা কেমন ঘটনা হল যে তুমি আমাদের বন্দীদের সাথে এমন আচরণ করছ

যে একজন নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষ, বিবেকমান মানুষ কিংবা একজন ধার্মিক লোকও কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না!!?

বরং, অনেকের প্রতিই অত্যচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে বন্দী অবস্থায়, অথচ বন্দীদের নির্যাতন সকল ধর্মে, আইনে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ।

কিভাবে তুমি সেই সকল লোকদের আটক করে রেখেছে যাদের নির্যাতন করার জন্যে বন্দী হিসেবে তুমি ধরে নিয়ে গেছ? কেবল অত্যাচার চালানোর

জন্যে?

তুমি কি মনে করেছ তুমি এতকিছুর পরে নিরাপদে থাকবে, এতকিছুর পরে যখন তুমি মুসলিমদের মুখোমুখি হবে, যে অত্যাচার তুমি চালাচ্ছো এরপরে কি পরিণতি হবে তোমার তা কি ভেবে দেখেছ?

আল্লাহ্ তাদের সহায়তা করবেন এবং তাদের বিজয় দান করবেন, বিশেষত এটা এমন এক সময় যখন মুসলিম জাতি নিজেদের সম্মানার্থে জেগে উঠছে এবং সামনের লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

ন্যায়সংগত লোকেরা এবং সর্বশক্তিমানের সহযোগীরা তাঁর আদেশ মেনে তোমাদের এই আচরণে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলছে।

উপকূলবর্তী ঘাঁটিগুলোতে পুরুষ লোকের সমাবেশ ঘটছে, সাহসী এবং বীর পুরুষেরা, তারা যোদ্ধা এবং তাদের সক্ষমতা আমরা দেখেছি এবং তার কারণে তাদের মর্যাদাও উত্তোরত্তর বেড়ে চলছে।

আরও আছে, তোমার অবগতির জন্যে জানাই, এখানে নিয়োজিত আছে এমন সকল লোক যারা তাদের দীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান।

সেখানে নিয়োজিত নতুন এবং পুরাতন সকল লোকের সক্ষমতার কথাই তোমার জানা উচিত।

তাদের মাঝে আছেন এমন সকল ন্যায়পরায়ণ মানুষ যাদের প্রার্থনা আল্লাহ্ ফিরিয়ে দেন না , আর তাদের চাহিদার কথাও তিনি অবজ্ঞা করেন না।

হ্যাঁ, এরাই হচ্ছেন এমন লোক যারা খুশি হলে আল্লাহও খুশি থাকেন আর তারা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন।

হে সম্রাট, জেনে রেখ সে সকল মুসলিম সীমান্তের কথা যা তোমার রাজ্যের নানাদিকে বেষ্টন করে আছে,

কি কল্যাণ আর মঙ্গলের আশা তুমি করতে পার যখন কিনা আমাদের সাথে তোমাদের আচরণে

কোন সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ সন্তুষ্ট নয় এবং জানি না

আর কোন মুসলিম কিংবা আমাদের মুসলিমদের সাথে যারা শান্তি চুক্তি করেছে তারা এতে তোমাদের সাথে আপোস করতে রাজি হবে কি না ?”

আবু সাঈদ আল থা’লাবী বর্ণনা করেন, যখন বিখ্যাত আব্বাসীয় খলীফা আবু জাফর আল মানসুরের বিরুদ্ধে ইব্রাহীম এবং মুহাম্মদ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, খলিফা চেয়েছিল যেন সীমান্তবর্তী সৈনিকেরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করে।

এরপর, তারা তা প্রত্যাখান করল এবং তাদের অনেকেই রোমানদের হাতে বন্দী হল, তখন রোমানরা বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তিপণ দাবীকরে বসল। কিন্তু খলীফা তাদের মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার করলেন।

এহেন অবস্থায়, ইমান আল আউযাই (রাহিমাহুল্লাহ) খলীফার নিকট চরমপত্র লিখে পাঠালেন,

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপবিত্র, মহামহিম তোমাকে উম্মাহর ভালোমন্দ দেখভালের জন্যে ক্ষমতা দান করেছেন, নির্বাচিত করেছেন- এ কারণে এটা আশা করা হয় যে,

তুমি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তোমার দায়িত্ব পালন করবে এবং অনুসরণ করবে তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনা, লোকেদের সাথে বিনম্র আচরণ করবে এবং বিনয়ের সাথে অবনত হবে।

আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকট এ মর্মে আবেদন পেশ করছি যেন তিনি আমীরুল মুমিনিনকে শান্ত করেন এবং উম্মাহর জনসাধারণের ব্যাপারে সদয় হবেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করবেন।

কার্যতই প্রথম বর্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের আক্রমণ সফল হয়েছে এবং মুসলিমদের সীমানার ভিতরে তারা অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে-তারা মুসলিম নারীদের নিকট পৌঁছে গেছে এবং শিশু ও বৃদ্ধদেরকে দূর্গ হতে

বের করে দিয়েছে।

এ সবই ঘটেছে মুসলিমদের পাপের কারণে, যদিও যে অপরাধ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তা আরও বৃহৎ ছিল।

এটা ছিল মুসলমানদের অপরাধ যে তাদের শিশু ও বৃদ্ধদের দূর্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে- তারা কোন সাহায্যকারী পায়নি কিংবা তাদের রক্ষার্থেও কেউ এগিয়ে আসেনি।

নারীদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তাদের মাথা আর পা অনাবৃত ছিল, আল্লাহ্ দেখলেন কিভাবে আমরা তাঁর থেকে সরে গিয়েছিলাম।

তাই বিশ্বাসীদের নেতার জন্য মানানসই আচরণ হল যে তিনি আল্লাহকে ভয় করবেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশিত পথের অনুসরণ করবেন মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করার দ্বারা।

এই নির্যাতিত লোকদেরকে তিনি আল্লাহ্র ভালোবাসার কসম করে মুসলিম উম্মাহ থেকে আলাদা করে রাখতে পারেন না, আল্লাহ্ বলেন,

“আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে,

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী!

আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও”। [নিসা ৭৫]

আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি,
হে আমিরুল মুমিনিন, বন্দীদের কাছে না আছে কোন জমাকৃত মাল (গণীমত) না আছে কর দেয়ার মত কোন সম্পত্তি-কেবল তাদের নিত্য ব্যবহার্য সম্পদ ছাড়া।

নিশ্চয়ই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যখন আমি (জামাতে ইমামতি) সালাতরত অবস্থায় আমার পিছনে কোন শিশুর কান্না শুনি তখন আমার সালাতের দৈর্ঘ্য সংক্ষিপ্ত

করি, কারণ শিশুর কান্নার ফলে মায়ের মনে কষ্ট হয়’।

কাজেই কিভাবে তাদেরকে আপনি শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন হে আমিরুল মুমিনিন?

তাদের উপর ফিতনা পতিত হয়েছে, তাদের দেহগুলো এভাবে উন্মুক্ত করে রাখা আছে যার কোন অনুমতি নেই কেবলমাত্র বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যেকার আন্তরিক অবস্থা ছাড়া,

আর এরাই তো দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। আপনার উপরে আছেন আল্লাহ্‌, তিনি আপনাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন শেষ বিচারের দিনে তার পূর্ণ হিসাব নিবেন-

যেদিন কারো প্রতি অত্যাচার করা হবে না, যদিও একটি সরিষা দানা পরিমান কাজও হয়। তাঁর সিদ্ধান্তই আমাদের জন্য যথেষ্ট”।

যখন পত্রটি আবু জাফরের নিকট পৌঁছুল, তিনি আদেশ করলেন মুসলিমদের মুক্ত করার জন্যে মুক্তিপণ প্রদান করতে।

“মুসলিম কারাবন্দীদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?”

পঞ্চম পর্ব:-

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম এই নির্যাতিত লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন সর্বদাই,

তারা আপনজন হারানো মায়ের হাহাকার কিংবা একজন পিতার বুকের শূন্যতা ও আর্তনাদ ঠিকই অনুভব করতেন আর একারণেই তাঁরা তাদের দুয়ায় মুসলিম বন্দীদের কথা স্মরণ করতেন।

ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, একজন মহিলা এসে ইমাম বাকি বিন মুকাল্লাদ রাহিমাহুল্লাহ’র নিকট পেশ করলেন,

“নিশ্চয়ই আমার সন্তানকে ফ্রাঙ্কের লোকজনেরা ধরে নিয়ে গেছে এবং আমি সন্তান হারানোর

ব্যথায় রাতে ঘুমাতে পারি না।

আমার একটি সামান্য বাড়ী আছে যা আমি আমার সন্তানের মুক্তিপণ হিসেবে বিক্রি করে দিতে চাই,

আপনি কি আমাকে এমন কোন ক্রেতার সন্ধান দিতে পারেন যিনি আমার এই বাড়িটি ক্রয় করবেন আর আমি সেই টাকা দিয়ে আমার সন্তানকে মুক্ত করাতে পারি? আর আমার অবস্থা তো এমন যে,

আমার নিজের দিন আর রাত একাকার হয়ে গেছে, চোখে ঘুম নাই, মনে শান্তি নেই, নেই কোন বিশ্রাম"। (আর এ অবস্থা কি আজকের মায়েদেরও নয়?-কিভাবে তারা ঘুমাতে পারেন যখন তারা জানেন তাদের প্রিয় সন্তানেরা বন্দী হয়ে আছে শত্রুদের হাতে- আল্লাহ্‌র নিকটই তারা ফরিয়াদ পেশ করে যাচ্ছেন)

এভাবে ইমাম বাকি বললেন, " আচ্ছা, তুমি এখন যাও, আমি দেখছি আল্লাহর অনুমতিতে আমি এই ব্যাপারে কি করতে পারি "।

তিনি তাঁর মাথা অবনত করলেন, আল্লাহর কাছে দুয়া করলেন যেন তিনি সেই মহিলার সন্তানকে ফ্রাঙ্ক এর কবল থেকে মুক্ত করে দেন।

এরপর বেশিদিনের কথা নয়, যখন সেই মহিলাটি আবার আলেমের কাছে এলেন, এবার সাথে এলেন তার সন্তান ! তার সন্তান মুক্তি লাভ করেছে !

মহিলাটি বললেন, “এর আজব ঘটনাটি শুনুন, আল্লাহ যেন তার উপর দয়া করেন”।

বালকটি বলল, “আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন যারা রাজার খেদমত করত-আমাকে সর্বদাই শিকলে বেঁধে রাখা হত, একদিন যখন আমি হাঁটছিলাম, আমার পায়ে জড়ানো শিকল ছিঁড়ে গেল।

কাজেই আমার পাহারাদার এসে আমাকে গালাগালি করল এবং প্রশ্ন করল, ‘তুমি কেন তোমার পায়ের শিকল ভেঙ্গেছ?”আমি বললাম, ‘না, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি তো

এটা স্পর্শও করিনি।

এটা এমনিতেই খুলে গেছে, আমি টের পাইনি’। কাজেই সে কামারকে ডেকে পাঠাল, সে আবার আমার পায়ে শিকল জড়িয়ে দিল, স্ক্রুগুলো শক্ত করে বেঁধে দিল।

যখন আমি উঠে দাঁড়ালাম তখন আবার আমার পায়ের শিকল ভেঙ্গে গেল, এটা দেখে সে আবার শিকল শক্ত করে বেঁধে দিল, আবার আরো ভালোভাবে কিন্তু এবারেও এটা খুলে গেল।

তাই দেখে তারা তাদের পুরোহিতের কাজে এ বিষয়ে জানতে চাইল, সে বলল, ‘বালকটির কি মা জীবিত আছে?’ আমি বলেছিলাম, ‘হ্যাঁ’।

তারা বলল, ‘নিশ্চয়ই তোমার মা তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছে আর তা কবুল হয়েছে। তাকে ছেড়ে দাও’।

তাই তারা আমাকে ছেড়ে দিল এবং ইসলামিক রাজ্যে প্রবেশ পর্যন্ত আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এল”।

বাকি বিন মুকাল্লাদ আরও জানতে চাইলেন বালকটির কাছে ঠিক কখন তার পায়ের শিকল ছিঁড়ে যাবার এই ঘটনাটি ঘটছিল এবং অবাক হয়ে গেলেন,

এটা ছিল সেই সময় যখন তিনি বন্দীদের মুক্তির জন্যে মুনাজাত করেছিলেন।

আজকের মুসলিম উলামারা কি সেই অনন্য পথ অনুসরণ করছেন এবং তাদের ভূমিকা পালন করছেন বন্দীদের মুক্ত করার ব্যাপারে শত্রুদের হাত থেকে? যারা দায়িত্বশীল তাদেরকে কি আজকের উলামারা উপদেশ দিচ্ছেন ?

তাদের কি উৎসাহিত করছেন যেন তারা বিষয়টী সত্যিকারের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন? হে আল্লাহ্ !

আমি কি আমার বার্তা পৌঁছাতে পেরেছি? হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন ! আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাকে এই বরকতময় কুর'আন দ্বারা উপকৃত করুন।

“মুসলিম কারাবন্দীদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?”

ষষ্ঠ পর্ব :-

হে উম্মতে ইসলাম ! এটি হচ্ছে তেমনি একটি চিঠি তাদের প্রতি যারা প্রত্যেকে দায়ী, যারা প্রত্যেকে নীরব রয়েছে, প্রত্যেক আলেম, প্রত্যেক মুসলমানের কাছে...নারী কিংবা পুরুষ......ও মুসলমানেরা !

হে আল্লাহ ! তোমার কাছে আমি অভিযোগ জানাই আমার অসহায়ত্বের ব্যাপারে, আমার কাজের দুর্বলতার কারণে, আর মানুষের সামনে আমার মর্যাদাহানির বিষয়ে। তুমিই তো তাদের রব, যারা মযলুম !

তুমিই আমার মালিক ! সে যেই হোক না কেন, যার উপরে আমাকে তুমি ন্যস্ত করেছ, সে যেখানেই থাকুক না কেন, যত দূরের কোন দেশেই থাকুক না কেন,

আমি পরোয়া করি না, তার ভয় আমি করি না,আমার শত্রু উপর ভ্রু কুঁচকে আছে না আমার উপরে এমন কাউকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে যে আমার শত্রু, আমি এসব পরোয়া করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট, সেটাই আমার জন্যে যথেষ্ট”।

“ নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষার সময় পার করছি। অসুস্থতা আমাকে আক্রান্ত করেছে আর ক্লান্তি আমাকে বিধ্বস্ত করেছে। সারা দিন গনগনে সূর্য আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সাথে আছে আটককারীদের কর্কশ আচরণ।

প্রতিবার আমি আমার খাঁচায় প্রবেশ করি কিংবা বের হই, আমার হাতে পায়ে শিকল জড়ানো থাকে।

মনে হয় যেন, ভারী লোহার শিকলগুলোর ওজন আমার ওজনের চেয়ে বেশি,

ফুটন্ত পানির মতো শত্রুদের সাথে আটক থাকার চেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা আর কি হতে পারে?

এর থেকে আর অপমানের কি আছে হে মুসলিম ভাইয়েরা আমার, লুটেরা আমেরিকানদের সামনে আমাকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করা হচ্ছে,

অপমানিত করা হচ্ছে। যাই হোক, আমি আমার সব আকুতি পেশ করি মহান আল্লাহর দরবারে,

তোমার ক্ষমা আমার জন্যে যথেষ্ট হে রব, আমি তোমার কাছে সেই নূর এর মাধ্যমে আশ্রয় চাই যা অন্ধকার দূর করে দেয়,

যার মাধ্যমে এই দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কাজকে তুমি ভারসাম্য দান করেছ।

আমি যেন কখনো তোমার অসন্তুষ্টি জাগানো কোন কাজ না করি। আর নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া আর

কারও কোন ক্ষমতা বা শক্তি নেই, তোমাকে ছাড়া আর কারও কাছে কোন আশ্রয়ও নেই ।

আজকে যিনি আমাদের এই চিঠি পড়ছেন, আমার কষ্ট,অবসাদ,দুঃখ কিছুই না

আমার মাথায় যা হচ্ছে তা যদি আপনারা জানতেন ! যখন চিন্তা করি যে মুসলিম উম্মাহর জন্যে কাজ করে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের এই অবস্থা আর আপনারা সবাই আমাদের কথা ভুলে গেছেন

তখন আমাদের শারীরিক কষ্ট মানসিক কষ্টের তুলনায় তুচ্ছ হয়ে যায়। কিভাবে সবাই আমাদের কথা ভুলে গেলেন !

কিভাবে আমাদের ইস্যু হয়ে গেল গুরুত্বহীন, কিভাবে আমাদের ব্যাপারে কোন সচেতনতা গণ জাগরণের প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করলো না ...

যেন আমরা ভিন্ন গ্রহের প্রাণী...কিংবা যেন আমরা মুসলিম নই ! এর চেয়ে লজ্জাজনক, মাথা হেট

হতে আসার মতন ঘটনা কি আদৌ হতে পারে??

আজকে পশ্চিমা মানবাধিকার সংস্থাগুলো পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কথা বলছে, নির্যাতন বন্ধের কথা বলছে, কারাগারগুলো উন্মুক্ত করে দেয়ার দাবী জানাচ্ছে আর আমাদের মুসলিমরা কাপুরুষ, নপুংসক হয়ে আমাদের ভুলে গেছে !

কিভাবে অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকান সম্পর্কে টানাপড়েন সৃষ্টি হল কারাবন্দী নিয়ে, কিংবা দেখুন কিভাবে কয়েকজন ব্রিটিশ বন্দীর জন্যে এংলো-আমেরিকান সম্পর্কেও ভাটা সৃষ্টি হল,

হায় ! আমাদের জন্যে কেউ নেই, অথচ আমাদের সংখ্যা ছয় শত জন। বরং, যদি এমন হত যে আমেরিকানরা আমাদের জাতীয়তা ঘোষনা না করত,

আরব দেশগুলো আমাদের উপেক্ষা করেই যেত, আমাদের অস্তিত্ব কিংবা জাতীয়তা পর্যন্ত অস্বীকার করত।

“মুসলিম কারাবন্দীদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?”

সপ্তম পর্ব:-

হ্যাঁ, আপনাকেই বলা হচ্ছে যিনি এই লেখাটি পড়ছেন, ...আমরা কারাবন্দী...আমরা আপনাদের সবাইকে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সামনে দাঁড় করাবো

...আমরা বলব, ‘এই লোকগুলো, এরা জানত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারাবন্দীদের মুক্ত করার ব্যাপারে কি আদেশ করে গেছেন,

এরা সেই আদেশ শুনেনি কিংবা আমাদের মুক্ত করার জন্যে যা করণীয় ছিল তাও গ্রহণ করেনি’

নিশ্চয়ই আমরা এর মাধ্যমে সেই সব লোকদের সবাইকে আহবান জানাই যারা তাদের দীন নিয়ে গর্বিত, আমরা আপনাকে ঈমানের বন্ধনের কারণে

ডাক দিচ্ছি, যাতে আপনারা আমাদের এই ইস্যুটিকে জীবন্ত আলোচিত করে তুলেন।

আইনজীবীদের মাধ্যমে আমাদের মুক্তির দাবী জানিয়ে, আমাদের করুণ অবস্থার কথা মিডিয়ায় প্রকাশ করে,

আমেরিকার উপর চাপ প্রয়োগ করে, তাকে এভাবে সতর্ক করে দিয়ে যে, তারা যদি মুসলিম কারাবন্দীদের ছেড়ে না দেয় তাহলে তাদের স্বার্থে আঘাত আসবে।

আর যদি আপনি নিজেকে এমন অসহায় মনে করেন যে, আপনার কিছুই করার নেই, তাহলে আপনার উচিত অন্তত দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে কাতর কন্ঠে দুয়া করা, এই যালিমদের বিপক্ষে, মযলুমদের পক্ষে আপনি রাতের শেষ ভাগে দুয়া করুন,

আল্লাহর কাছে দুয়া করুন যেন তিনি আমাদেরকে কষ্ট যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে দেন, যেন আমাদের বোঝা অপসারণ করে দেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,‘যে একজন মুসলিমকে সাহায্য করতে সক্ষম হওয়ার পরেও তাকে পরিত্যাগ করে,

এরপর এমন এক সময় আসবে যখন সেই সক্ষম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে, আর আল্লাহও তাকে পরিত্যাগ করবেন”।

তিনি আরও বলেন, “ যদি কেউ কোন মুসলিমের একটি কষ্ট দূর করে দেয়, শেষ বিচারের দিনে আল্লাহও তার একটি কষ্ট দূর করে দিবেন”।

হতে পারে আজকে তোমরা আমাদের ভুলে গেছ- কিন্তু অনুরোধ তোমাদের কাছে, আমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে ভুলে যেও না, তাদের দেখাশোনা কর, নিরাপত্তা দিও, আর আমরা যেন দৃঢ়পদ থাকতে পারি সেই জন্যে দুয়া করো,

আমরা আমদের অভিযোগ তো কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই পেশ করি। আর শেষ কথা বলতে চাই,

আমাদের প্রাণপ্রিয় আম্মা ও আব্বাদের জন্য,

সবর করুন, আল্লাহ্‌র নিকট হতে পুরষ্কার তালাশ করুন এবং বলুন, "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই",

'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', যেভাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

আউফ বিন মালিক আল আশজাই এসেছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে এবং বললেন,

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! শত্রুরা আমার সন্তানকে ধরে নিয়ে গেছে এবং তার মাতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আপনি এ অবস্থায় আমার জন্যে কি উপদেশ দিবেন?'

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি তোমাকে আর তোমার স্ত্রীকে একটি বাক্য বলার উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা যত পার তত বেশি করে পড়বে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

মহিলা একথা শুনে তাঁর স্বামীকে বললেন, “কি বরকতময় একটি বাক্য তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন !’

আর তারা এই বাক্যটি পুনঃপুন পড়তে লাগলেন যে পর্যন্ত না শত্রুরা তার সন্তানের দিকে একসময় বেখেয়াল হয়ে পড়ল এবং তাদের সন্তান সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পারল,

সে সাথে করে চার হাজার ভেড়ার পাল নিয়ে আসল, এরপর সে তার পিতাকে তা উপহার দিল। এরপরেই কুর’আনের সেই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন,

“আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে

রেখেছেন”। [সূরা তালাক :২-৩]

চূড়ান্ত কথা বলছি, আমাদের দুরাবস্থা ভুলে যাবেন না।
আমরা কারাবন্দী—আমরা আপনাদের সন্তান কিউবাতে, আমাদের কষ্ট ভুলে যাবেন না...
আমাদের কষ্টের কথা ভুলে যাবেন না...”

হে মুসলমানেরা,
এই চিঠিগুলো দিয়ে আমি সবার প্রথমে আলেমদেরকে সম্বোধন করছি...হ্যাঁ, সেই আলেমগণ যারা নবীদের উত্তরাধিকারী।

তাদের কাঁধে যে দায়িত্ব তা অন্য কারো প্রতি নেই। আপনারা দেখেছেন আমাদের পূর্বসূরীরা কারাবন্দীদের মুক্ত করার জন্যে কি না করেছেন,

আমরা দেখেছি তারা এই দাবী দাওয়াহ নিয়ে কত কষ্ট করেছেন। আপনারা দেখেছেন শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া কি করেছিলেন,

দেখেছেন ইমাম আল আয-যাওয়ী কি করেছেন এবং তাদের পথে আরও কত জন ছিলেন।

আপনি কি দায়িত্ব পালন করছেন কারাবন্দীদের ইস্যুটিকে নিয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে কি যোগাযোগ করেছেন?

তাদের মুক্ত করার কথা যদি না বলতে পারেন অন্তত তাদের সাথে যে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে তা বন্ধ করার ব্যাপারেও কি আপনারা কথা বলতে পারেন না ?

মিডিয়াতে কথা বলে, মানুষের মাঝে আলোচনা বক্তব্য দিয়ে কি আপনারা সাধারণ মানুষের মাঝে সাবধান করে দিতে পারেন না,

তাদের জানিয়ে দিন কারাবন্দী মুসলিম ভাইদের কথা ভুলে গিয়ে তারা কিভাবে নিজেদের উপর বিপদ ডেকে আনছে।

তাই আল্লাহকে ভয় করুন, হে উলামায়ে ইসলাম, শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারীদের ন্যায় আচরণ করুন যাতে পূর্ববর্তী যমানার শেষ্ঠ উলামাদের মাঝে শামিল হতে পারেন।

দ্বিতীয় পত্রটি কারাবন্দীদের পরিবারের প্রতি,

সেই সকল বীর নায়কদের পরিবারের প্রতি,
তাদের প্রতি যাদের কারণে আমরা মাথা উঁচু করে আছি...

আপনারা স্মরণ করবেন আপনাদের সন্তানেরা জেল খাটছে কোন নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে নয়, কোন অপরাধের কারণেও নয় যে কারণে মানুষের কাছে আপনাদের মাথা নিচু হয়ে যাবে।

বরং, সারা দুনিয়ার মানুষ আপনাদের সন্তানদের নিয়ে গর্ব করে, তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কারণ তারা দীনের শীর্ষচূড়ায় অবস্থান করছিল,

মুসলমানদের ইজ্জত সম্মান রক্ষা করা’ এটাই ছিল তাদের অপরাধ। তাদের মর্যাদার কারণে আপনাদের আনন্দিত হওয়া উচিত, সম্মানিত বোধ করা উচিত,

আপনাদের নয়ন জুড়িয়ে যাক মুবারকবাদ আপনাদের প্রতি যারা এই সকল নায়কদের

পরিবারের সদস্য।

আর তৃতীয় পত্রটি আমাদের ভাইদের জন্য...

আমাদের প্রিয় বন্ধুদের জন্য...যাদের সাথে আমরা আমাদের দুঃখ ভাগ করি যাদের সহানুভূতি আমরা অনুভব করি

...সেই ভাইয়েরা যারা বন্দী আছেন...হে ইসলামের নায়কেরা...সবর, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা !

হে তুমি যে অপমানের সময়েও মর্যাদাও শির উঁচু করে আছ, তোমার তরে আমি কিছু কবিতার বাণী শোনাচ্ছি, যেন তোমার চেতনা জাগ্রত থাকে,

হে বীরেরা,
আমার প্রিয় ভাইয়েরা, তোমাদের যারা আফগানিস্তানে কিংবা পাকিস্তান থেকে ধরে নিয়ে কিউবাতে প্রেরণ করা হয়েছে, তোমাদের সবার প্রতি, আমি এই কথাগুলো নিবেদন করছি ;

আর আল্লাহ্‌র সাথে যে সৎ থাকে, তার মতামতকে আল্লাহ্ ভুল পথে চালিত করেন না !!

“মুসলিম কারাবন্দীদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?”

অষ্টম পর্ব :-

(এক কারাবন্দী ভাই এর পত্র থেকে)
আমি বেঁচে থাকব সম্মানের সাথে,
আমার সাথীদের মাঝে

আর এতে চিরদিন জ্বলতে থাকবে মুনাফিকদের অন্তর
এই যাত্রা আমার চলতে থাকবে
এক চির গৌরবের দিকে

আমার শত্রুরা নিক না কেটে আমার হাত কিংবা পা
শাহাদাতের দিকে অটল চালু থাকব আমি।

কারণ আমি ও মৃত্যু একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করি

আর আমার মৃত্যুতেও জানি, শেষ হবেনা কুফরের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ তো কি হয়েছে?

আফসোস নেই কারণ জানি এই দীন আল্লাহর, সুরক্ষিত ও চিরস্থায়ী।

কাজেই যারা আমার পরিচিত, ভাই
আফসোস করো না, দৃঢ়তা চাই
একথা বলোনা, বলোনা তুমি,
“কেন তুমি নিজেকে ঠেলে দিলে বন্দীত্বের এর দিকে?”

কারণ আমি একজন মুমিন, আমি উচ্চভিলাষী
আর এই অপমান বা অত্যাচার আমাকে
দমাতে পারবে না কারণ, আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য
আমার রবকে সন্তুষ্ট করা

আর সফলতা অর্জন করা আমার সর্বোচ্চ লক্ষ্য
আমার সর্বোচ্চ ইচ্ছা, অসীমের পথে যাত্রা।

কারণ আমি ব্যাকুল সেই কুমারী জান্নাতের জন্য।
হে আমার পিতা, যদি তুমি আমার সেই অবস্থা

দেখতে
তারা আমার কাঁধে শিকল পড়িয়ে রেখেছে
আমার হাতকে তারা বেঁধে দিয়েছে
ইস্পাতের যুলুম দিয়ে

আমার মাথাকে তারা নুইয়ে দিয়েছে অক্ষমের মত
বিনা অপরাধে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার পোশাক,
করেছে বিবস্ত্র

আমার দিকে কুচকাওয়াজ করতে করতে এসেছে
আমার চোখে অশ্রু দেখতে আর আমার উপরে
অত্যাচারের চাবুকে করেছে ক্ষত যেন আমি এক
শিকারী জন্তুর পায়ের নিচে দলিত শিকার।

আমাকে দেখছো তুমি, দেখলে শুধু
আমার চেহারার রক্ত?
দেখনি দক্ষ রাজনীতিকের হাতে
আমারই রক্তের দাগ?

তাই বলছি, হে আমার পিতা,
লা তাহযান, দুঃখ করবেন না

কারণ আমি আশ্রয় চাই আমার রবের,

তাঁরই কাছে আমার শেষ

আরে এই শত্রুরা আমার কিইবা করতে পারে?
কারণ আল্লাহ নিজেই ইসলামের রক্ষাকর্তা
তাই যদি চায় তারা ঝরাতে আমার রক্ত
ঝরুক না প্রতিদিন !

হয়তো বা তারা গড়ে তুলেছে এক বাধার প্রাচীর
আমার এবং আমার ভাইদের মাঝে ।

হয়তো বা তারা আমার এই জীবনকে জাহান্নামে
পরিণত করেছে সারা দুনিয়া অন্ধকার হয়ে এল,
যেন চিরকালের এই অন্ধকার এমনকি যেন তারা
আমাকে শ্বাসরোধ করে রেখেছে, দম নিতে দিতেও
তারা চায় না
যেন তারা আমার রগে শিরায় দড়ি লটকিয়ে
দিয়েছে
যেন তারা গলিত তামায় আমাকে ফেলতে চায়
অথচ জানে কি তারা ?

এগুলো আমার দেহে, আমার চামড়ার শীতলতা
ছড়ায়
এরা কখনো আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না,

হে পিতা !

আমার অন্তরে, তারা কখনো পারবে না পোঁছতে
তারা কখনো পারবে না নুইয়ে দিতে আমার
উদ্দেশ্যকে
আমি থাকব চির বিজয়ী,

কারণ আমার সহায় আমার এই কিতাব
আর শ্রেষ্ঠ নবীর কথা, সেখানেই আছে আমার যত
অনুপ্রেরণা আমি রইব চির দুর্ভেদ্য দুর্গের মত,
হে আমার পিতা !

আমি রইব চির উন্নত, গৌরবের আকাশে উন্নত
আর ফিরিয়ে আনব সেই হারানো দিন,
সালাহউদ্দীনের ন্যায় অবশিষ্ট সিংহদের
স্মৃতিতো আজও অমলিন

আসিতেছে সেই দিন, আশু অনুভব তাদের চির
দুর্দশার
যারা অত্যাচারী ও প্রধান মুনাফিকদের
দুনিয়া কামনার রিপু তাদের চিন্তামুক্ত করে রেখেছে
অথচ তাদের কেউ জ্বলবে আগুনে
কিন্তু আমি বাঁচি চির বিশুদ্ধ চিত্তে

স্বাদ পাই, সম্মানের,
স্বাদ পাই চির প্রতীক্ষিত মৃত্যুর
মৃত্যুর স্বাদে চরম পুলকিত হই আমি ।

“মুসলিম কারাবন্দীদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?”

। নবম পর্ব (শেষ পর্ব)

হে মুসলিমেরা ! এই দীর্ঘ আলোচনার পরে, আমি আমাদের বক্তব্যকে কিছু পয়েন্টে তুলে ধরতে চাই এবং এই উপদেশ দিতে চাই যে,

১- মিডিয়াতে কারাবন্দীদের নির্যাতনের ঘটনা প্রচার করতে থাকুন, এর উপর প্রয়োজনীয় আলোকপাত করুন এবং মুসলমানদের প্রতি আমেরিকান রাজনীতির চিত্র তুলে ধরুন।

২- মানবাধিকার সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করুন, যেন তারা কারাগারের অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস করে যা মুজাহিদিনদের সাথে করা হচ্ছে।

৩-সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করুন যেন তারা বন্দীদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে যায় এবং যেন তাদেরকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠায়।

৪- দেশ ও বিদেশে যোগ্য আইনজীবিদের সমন্বয়ে একটি সংস্থা গড়ে তুলুন।
ইয়া আল্লাহ্ ! ইয়া হাইয়্যুল কাইয়ুম, (চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী) !

ইয়া আল্লাহ্, মুসলিম কারাবন্দীদের মুক্ত করে দিন !
ইয়া আল্লাহ্, মুসলিম কারাবন্দীদের মুক্ত করে দিন !
ইয়া আল্লাহ্, আমাদের কারাবন্দীদের মুক্ত করে দিন এবং বাকি মুসলিম বন্দীদেরকেও !

ইয়া আল্লাহ্, ফিলিস্তিনে আমাদের বন্দীদের মুক্ত করে দিন, কাশ্মীরে, ফিলিপাইনে এবং কিউবাতে !

হে আল্লাহ ! দ্রুত একটি সমাধানের মাধ্যমে তাদের দুর্দশা দূর করে দিন !

হে আল্লাহ ! তাদের বন্দীদশার অবসান ঘটিয়ে দিন !
হে আল্লাহ ! দুর্বলদের উপর সদয় হোন !

হে আল্লাহ ! তাদের অন্তরে দৃঢ়তা দান করুন !
হে আল্লাহ ! তাদের অন্তরে ঈমানী দৃঢ়তা দান করুন !

হে আল্লাহ ! তাদেরকে অটল অবিচলতার মাধ্যমে রহমত দান করুন !
হে আল্লাহ ! তাদেরকে দৃঢ়তা দান করুন, হে চিরঞ্জীব, হে চিরজীবী !

হে আল্লাহ ! তাদের দুর্বলদের উপর রহমত ! আর তাদের দুর্বলদেরকে আপনি সবল করে দিন !

হে আল্লাহ ! আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনার শক্তি প্রয়োগ করুন !

হে আল্লাহ ! আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনার শক্তি প্রয়োগ করুন !
হে আল্লাহ ! আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনার শক্তি প্রয়োগ করুন !

হে আল্লাহ ! তাদেরকে অভিশপ্ত করুন, ভয়ানক অভিশপ্ত !

হে আল্লাহ ! আপনার কুদরত আর ক্ষমতা দেখিয়ে দিন !
হে আল্লাহ ! আপনার উপর মুনাফিকরা বিশ্বাসঘাতকেরা ক্ষমতা দেখাচ্ছে !

হে আল্লাহ ! তাদেরকে একত্রিত হতে দিবেন না !
আর তাদেরকে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে দিয়েন না !
আর তাদেরকে পরবর্তীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত, শিক্ষা ও নমুনা বানিয়ে দিন !

হে আল্লাহ ! প্রতিটি স্থানে মুসলিমদের সাহায্য করুন !
হে আল্লাহ ! এই উম্মাহকে সতকর্মশীল বানিয়ে

দিন!
আপনার আনুগত্যের দিকে
আপনার নাফরমানীর দিকে নয় !

আমর বিল মারুফ ও নাহিয়ানিল মুনকারের দিকে!
হে মহান রব ! সমস্ত সম্মান আপনারই !

হে আল্লাহ ! আমাদের দেশ ও ঘরবাড়ি রক্ষা করুন
!
আর আমাদের নেতাদের সংশোধন করে দিন ! হে
মহান, সবচেয়ে ক্ষমাশীল তুমি !

সুবহানাল্লাহ ! হে আল্লাহ ! সমস্ত সম্মানের মালিক,
আপনি তা থেকে পবিত্র যা ওরা আপনার উপর
আরোপ করে,

শান্তি বর্ষিত হোক সকল আম্বিয়াগণের উপর,
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন।
দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী ও তাঁর
পরিবারের উপর।

মুসলিম কারাবন্দীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব
মুসলিম কারাবন্দীদের পাশে কে দাঁড়াবে!

কিভাবে আজকে মুসলমানেরা আরাম আয়েশে বিভোর থাকতে পারে?

কিভাবে আজকে আমরা পানাহারে মত্ত আছি যখন আমাদের ভাইয়েরা শত্রুদের হাতে বন্দী?

কিভাবে আজকে আমরা শান্তিতে ঘুমাই যখন আমাদের শান্তিতে রাখার জন্যে, রাসুল(সঃ) এর মর্যাদা কে বুলন্দ রাখার জন্য, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন

তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে নির্ঘুম জীবন, অত্যাচারী জালিম শাষোকদের হাতে?

কিভাবে একজন মানুষের চোখ শুকনো থাকতে

পারে যখন সে তার ভাইদেরকে এইরূপ অত্যাচার ও যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে ?

মুসলিমেরা কিভাবে সন্তুষ্ট থাকতে পারে নিজেদের সন্তানদেরকে কুফফার শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে?

হে প্রিয় উম্মাহ কালের চক্রে তাদের জন্য না হয় কিছুই করছিনা কিন্তু তাদের পরিবারকে সান্তনা দেওয়াও কি আমাদের সাধ্যের বাহীরে?

তাই বন্দি পরিবারের পাশে দাড়াতে হবে। নিরাপত্তা বযায় রেখে তাদের দেখা-শুনা করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবোইকে তাওফিক দান করুন আমীন।

উৎস :- দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম

তোমাদের নীরবতা মাজলুমরা ভুলে যাবে না।

┆শাইখ তামিম আল আদনানি হাফিজাহুল্লাহ┆

সম্মানিত উপস্থিতি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ আপনাদের সামনে পৃথিবীর কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি।

প্রিয় উপস্থিতি!
এই বিষয়টি আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করছি, শামের গৌতায় যখন ছোট ছোট মাসুম বাচ্চা গুলোকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে তখন ‘আলে-সাউদ’ আরবের মাটিতে বিভিন্ন আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠার–অনুষ্ঠান আয়োজনে ব্যস্ত রয়েছে।

যখন মুসলিমদের বাড়ি-ঘর গুলো কাফিরদের অব্যাহত বোমা হামলায় বিধ্বস্ত হচ্ছে তখন সৌদিয়ান নারীদের জন্য ওপেন কনসার্ট ফ্যাশন-সো ও স্টেডিয়ামে বসে–খেলা দেখার আয়োজন

চলছে!

মুসলিম মায়েরা যখন রক্তাক্ত সন্তানকে বুকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় স্থলের অভাবে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করছে তখন ‘আলে-সাউদ’ আরবের পবিত্র ভূমিতে হাজার-হাজার কোটি টাকা খরচ করে সিনেমা হল নির্মান করছে!

শামের মুসলিমরা যখন অনাহারে চিৎকার করছে তখন আরবের এক কুলাঙ্গার শাসক ৪৫ কোটি মার্কিন ডলার দিয়ে যিশু খৃষ্টের একটি চিত্রকর্ম খরিদ করছে!

প্রিয় উপস্থিতি!
একদিকে কাফিররা সম্মিলিত আগ্রাসন চালিয়ে পুরো শামকে ধ্বংস করছে আর অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশ-গুলোর মাঝে সুউচ্চ ভবন ও বিলাস-বহুল অট্টালিকা নির্মানের প্রতিযোগীতা চলছে।

হায় আফসোস!
কেউ ধ্বংস স্তুপের নিচ থেকে তাকে উদ্ধারের জন্য আত্মচিৎকার করছে, কেউ রক্তাক্ত সন্তানের

মৃতদেহকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে গগন বিদারক আর্তনাদ করছে আর কেউ জীবনকে উপভোগ করার জন্য লক্ষ-কোটি ডলার খরচ করে নিজেদের সবকিছুকে পাশ্চাত্যের রং-ঢংয়ে সাজানোর চষ্টা করছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!
আজ কাফিররা আমাদের উপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে। আমাদের উপর আগ্রাসন চলাচ্ছে। একের পর এক আমাদের পবিত্র ভূমি-গুলোকে অপবিত্র করছে। আমাদের লক্ষ লক্ষ নারী-শিশুকে নির্মম ভাবে হত্যা করছে। আমাদের মসজিদ-মাদ্রাসা-হাসপাতালসহ সাধারণ স্থাপনা গুলোর উপর নির্বিচারে বোম্বিং করছে! এর কারন কি? আমাদের কিসের অভাব? তারা কেন আমাদের উপর এই আক্রমন করার সুযোগ পাচ্ছে?

আপনারা হয়ত বলবেন, আমরা সংখ্যায় কম, অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ না, সামরিক শক্তিতে আমরা দুর্বল, তাই আমরা কাফিরদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছি না।

প্রিয় উপস্থিতি!

নিজেদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। আসলে বিষয়টা এমন না।

পৃথিবীতে আজ আমরা জনসংখার দিক থেকে প্রায় ২০০ কোটির কাছাকাছি। স্বর্ণের খনি এই উম্মতের হাতে, তেলের খনি এই উম্মতের হাতে, গ্যাসের খনি এই উম্মতের হাতে, কয়লার খনি এই উম্মতের পদতলে। খনিজ সম্পদের উপর মুসলিম দেশ গুলো ভাসছে।

আমাদের ভূখন্ডে বানিজ্য করে কাফিররা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। আমরা যদি সাময়িক সময়ের জন্যও ওদের সাথে বানিজ্য বন্ধ করে দেই–তাহলে ওরা না খেয়ে মারা যাবে। আজ সামরিক শক্তির দিক থেকেও মুসলিম দেশগুলো অনেক শক্তিশালী।

কিন্তু আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আমাদের অর্থ-সম্পদ মুসলিম উম্মাহর কোন কাজে আসছে না। মুসলিম উম্মাহর রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য এসব অর্থ-সম্পদ ব্যয় হচ্ছে না। এসব ব্যয় হচ্ছে বিলাসিতা আর বিনোদনে। এগুলো খরচ হচ্ছে কাফিরদের সন্তুষ্ট করার পিছনে!

বর্তমানে মুসলিম দেশের মুসলিম নামধারী তাগুত বাহিনী গুলো-ও এই উম্মাহর তরে কোন কাজে আসবে না বরং তারা ব্যস্ত রয়েছে কুফফার সংঘের মিশন বাস্তবায়নে।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!
খুব ভাল করে জেনে রাখুন, আজকের এই পরিণতি শুধু শাম বা সিরিয়ায় নয়, আজকের এই পরিণতি শুধু হালাব বা ইদলিব-বাসীর নয়। আজকের এই নির্মম পরিণতি শুধু মাত্র গৌতার অধিবাসীদের নয়, আজকে যারা শামের মুসলিমদের এই করুণ অবস্থা দেখে নিরব নিস্তব্ধ বসে আছে, এই পরণতি একদিন তাদেরকেও ভোগ করতে হবে।

কেননা, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি শামবাসী ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তোমাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকবে না।"

সুতরাং যারা শামের অধিবাসীদের এই করুণ পরিস্থিতি দেখেও চুপচাপ বসে আছে আর নিজেরা শন্তিতে বসবাস করার চিন্তা করছে

তাদের এই সুখ-শান্তি অচীরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। সেই সময় হয়তো খুব বেশি দূরে নয় যেদিন এই সুউচ্চ প্রাসাদ আর বিলাস-বহুল অট্টালিকা গুলোও ধুলোর সাথে মিশে যাবে। তাদেরকে সুউচ্চ প্রাসাদ ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!
শামের মুসলমানদের এই করুণ পরিস্থিতি দেখে যদিও আমাদের অন্তরগুলো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে। তবুও আমরা আশা নিয়ে বলতে পারি ইন শা আল্লাহ শামের সিংহরা অবশ্যই জেগে উঠবে। শামের জানবাজ মুজাহিদরা এই রক্তের প্রতিশোধ অবশ্যই নিবে। কারন শাম হচ্ছে বরকতের ভূমি। শাম হচ্ছে ইসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণের ভূমি। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে শামের এই গৌতা শহরটি হবে মু'মিনদের ঘাঁটি। এখান থেকেই ইমাম মাহদী মুসলিম বাহিনী পরিচালনা করবেন।

সুনানে আবু দাউদে এসেছে, আবু দারদা রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হক ও বাতিলের চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় মুসলিমদের ঘাঁটি

হবে গৌতা নামক শহরে যা শামের সর্বোত্তম শহর দামেস্কের পাশে অবস্থিত।

শামের অবস্থা আজ যত কঠিন-ই হোক না কেন, এখান থেকেই মুসলিম ফৌজ পরিচালিত হবে। সমস্ত কুফফার জোট একত্র হয়ে-ও এই বাহিনীর সম্মুখ যাত্রাকে রুখতে পারবে না।

ইতিহাস সাক্ষী ফেরাউন-ও শেষ করে দিতে চেয়েছিল মুসা আলাইহিস সালাম এর জন্ম ও তাঁর বেড়ে উঠাকে। কিন্তু সে পারেনি বরং সে নিজেই চরমভাবে ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে সদলবলে।

ইমাম মাহদীর যুদ্ধ পরিচালনার এই হেডকোয়াটারকেও আজকের ফেরাউনরা ধ্বংস করে দিতে চায়। কিন্তু অচীরেই তাদের পরিণতি-ও পূর্বের ফেরাউনের মতই হবে। শুধু আজকের ফেরাউনরাই নয় বরং এই দাজ্জালি শক্তির মধ্যে যারাই কাজ করে যাচ্ছে তাদের সবাইকে-ই ভোগ করতে হবে নিজেদের সীমালঙ্ঘনের যথার্থ পাওনা।

পরিশেষে শামের মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করছিঃ

হে আল্লাহ! শাম তো হচ্ছে ঐ বরকতময় ভূমি–যেই ভূমির জন্য তোমার হাবীব প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের শামের ভূমিতে বরকত দান কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের শামের ভূমিতে বরকত দান কর।"

আসির ভাইদের প্রতি জামিনে মুক্তি প্রাপ্ত ভাইদের করণীয় ;

আসির ভাইদের প্রতি জামিনে মুক্তি প্রাপ্ত ভাইদের দায়িত্ব কর্তব্য ও
করণীয় অনেক বেশি

কেননা তারাও এক সময়ে বন্দী ছিলেন
অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা
জামিনে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিদছর প্রতি

বিশেষ অনুগ্রহ করেছে বিধায়
আপনারা আজ মুক্ত আকাশে
ঘূরে বেড়াতে পারছেন

অথচ আপনাদের সহযোদ্ধা সহপাঠী
ও আপনাদের দ্বীনি ভাই যারা কী না
আপনার রক্তের আত্নীয়ের চেয়ে
বেশি হক্ক রাখে

যারা কি'না একমাত্র আল্লাহর জমিনে
আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য
তাগুতের কারাগারে প্রকাষ্ঠে বন্দী

তাগ্বুতের বন্দীশালায় প্রতিনিয়ত
তারা নির্মমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে

কারা প্রকাষ্ঠে বন্দী ভাইদের উপর
আর্তনাদ জুলুম অত্যাচার নির্যাতনের
কথাগুলো কী
আপনার মনে পড়ে না !?

তাদের আত্নচিৎকার গগন বিদারী
আত্ননাদ বন্দী ভাইদের রিদয় বিদারক

সেই মুহূর্ত গুলো ,,
শেষ রাতে তাদের অশ্রুসিক্ত
সেই কন্ঠগুলো কথা কী
আজ আর মনে পড়ে না !?

আপনার অন্তরে তাদের কথাগুলো মনে পড়ে
কী একটু অনুভূতি জাগ্রত হয় না !?

আমরা কীভাবে তাদের ভুলে গিয়ে
শান্তি বোধ করতে পারি !?

আমরা কীভাবে তাদের ভুলে গিয়ে
নিজেদের কে নিরাপদ ভাবতে পারি !?

আমরা কীভাবে তাদের স্ত্রী সন্তানদের
কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের স্ত্রী সন্তানদের
মুখ দেখে প্রশান্ত হতে পারি ?

আপনিও না ছিলেন তাদেরই একজন ?
তাদের দুঃখ কষ্টের একান্ত সাথী

আজ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে কী
সব কিছু ভুলে গেলেন !?

ওয়াল্লাহি ;
আপনাদের প্রতি আপনার রবের
অনুগ্রহের কথা ভুলে যাবেন না

আপনি ও ছিলেন তাদেরই একজন
অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা
হয়ত আপনাকে মুক্ত করে
আপনাকে আপনার বন্দী ভাইদের জন্য
পরীক্ষা করতে চান ?

আপনি আপনার বন্দী ভাই বোন ও তাদের
পরিবারদের প্রতি আপনি কীরুপ
আচরণ করেন ?

আজ তাদের উপর পরীক্ষা চলছে
কাল এই পরীক্ষা আবারও আপনার
উপরে আস্তে পারে তখন কেমন হবে ?

প্রতিটি দিন নতুন সূর্যের সাথে সাথে তারা নতুন
আসায় বুক বাধেন আমাদের
বন্দী ভাই ও বোনেরা

নিশ্চয় আমার ভাইয়েরা
আমাকে ভুলে যাই নি
প্রতিদিন রাতের আঁধারে সাথে
সাথে তারা নিজেদের
সান্তনা দেয় ইন শা আল্লাহ

আগামীকাল ভোরের আলোর সাথে সাথে
আমার ভাইয়েরা আবার চেষ্টা শুরু করবে
আমরা মুক্ত হব ইন শা আল্লাহ

আজ জামিনে মুক্ত প্রাপ্ত ভাইয়েরা
মামলা থেকে খালাসের জন্য হাজার হাজার টাকা
কোর্টে কাচারীতে ব্যয় করছে

নিজেদের কে মামলা মোকদ্দমা থেকে
বাঁচানোর জন্য , হাজার হাজার টাকা ব্যয়
করছে নিজেদের বিলাসিতার জন্য
আরাম আয়েশের জন্য,পরিবার পরিজনের জন্য

অথচ এমন অনেক বন্দী ভাই আছেন যারা তাদের
মুক্তির জন্য আইনী লড়াইয়ের জন্য
সামন্য উকিল পর্যন্ত নিয়োগ

দিতে পারছে না জামিনে মুক্তি তো
অনেক দূরের বিষয়

তাদের পরিবার পরিজন গুলো কীভাবে চলছে কী
নিদারুণ কষ্টে আছে তা কী আমরা
একবারেও ভেবে দেখেছি !?

আমরা কী একটু সান্ত্বনাও একটু
খোঁজ খবর নিতে পারি না !?

কীভাবে ভূলে গেলেন আপনার
মাজলুম ভাই বোনদের কথা !?

আপনি ও না ছিলেন তাদেরই একজন
আজ কী হল ? আপনি আপনার বন্দী ভাই
বোনদের খোঁজখবর নিচ্ছেন না কেন !?

তাদের পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াচ্ছেন
না কেন ?

কাল কিয়ামতের দিন রবের সমীপে
বন্দী ভাইদের সামনে দাড়িয়ে
এর উওর দিতে পারবেন তো ?

আসুন আমরা আমাদের বন্দী ভাই বোন
ও তাদের পরিবারের পাশে দাড়াই

তাদের জন্য আমাদের সাহায্যের হাত
কে প্রসারিত করি ।

আমরা তাদের কে ভুলে না যাই
সর্বাক্ষণিক আমরা তাদের কে
দোয়াতে স্মরণ রাখি

আপনার নেক দোয়ায় সকল নির্যাতিত উম্মাহ
সকল যুদ্ধরত বন্দীরত ও মামলারত ভাইদের কথা
কখনো ভুলে যাবেন না

~ নীরবতার প্রাচীর

যকে আছো বন্দীদের জন্যে?

নিশ্চয় বন্দীদের জন্যে রয়েছে অঢেল প্রতিদান যতক্ষন পর্যন্ত তারা ধের্য্যের সাথে অটল ও স্থির থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (কোন হিসাব ছাড়াই ধৈর্যশীলদের প্রতিদান পরিপূর্ন করে দেওয়া হবে - যুমার -১০)

তারা তাদের সাধ্যের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, ফলে তাদের থেকে সেই দায়িত্বের বোঝা নেমে গেছে যা জিহাদ তরক'কারীরা রেখে দিয়েছে আর মুজাহিদরা গ্রহন করে নিয়েছেন। বন্দীরা অতিক্রম করে আসা জিহাদী পথের স্বভাব বুঝে গিয়েছে, যে কষ্ট ও বিপদ এই পথের জন্যে আবশ্যক। সে জন্যেই তারা নিজেদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আমরা মুসলিমদের অবস্থা কি? আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কি পদক্ষেপ নয়েছি? এই বন্দীদের জন্যে কি করেছি যারা আমাদের বিজয়ের জন্য লড়েছেন, আমাদের থেকে শত্রুদেরকে প্রতিহত করেছেন ও আমাদের দ্বীন-দুনিয়ার রক্ষার জন্যে বিলীন হয়ে গেছেন

প্রবন্ধঃ বন্দীরা আমাদের নিকট আমানত

কমান্ডার আঃ আজিজ মুককরিন রাহিমাহুল্লাহ

প্রথম যুগের মুসলিমরা তাঁদের বন্দী মুসলিম ভাইদের উদ্ধারের ব্যাপারে ঠিক এমনই যত্নশীল ছিলেন।

‘উমার ইবন ‘আবদুল আজিজ রা. যে কোন পরিমাণের মুক্তিপণ দিয়ে হলেও মুসলিম বন্দীদের ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আল ইমাম আল আওযা’ই নিজেই দায়িত্ব নিয়ে চিঠি লিখে আবু জা’ফর আল মানসুরকে নিয়মিত স্মরণ করিয়ে দিতেন,

যেকোনো প্রকারেই যেন রোমানদের হাত থেকে

মুসলিম বন্দীদের উদ্ধার করা হয়।

মুসলিম বন্দীদের উদ্ধারের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ ছিলেন নিবেদিত এক অক্লান্ত প্রাণ- চিঠি লিখে, সমঝোতা করে, যুদ্ধ করে হলেও তিনি মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

আল হাজ্জাজ ও আল মু'তাসিমের মত অত্যাচারী মুসলিম শাসকরাও কুফফারদের কারাগারে বন্দী এক দুজন মুসলিমকে উদ্ধার করতে সমগ্র শহরে আক্রমন করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

আল মানসুর বিন আলি 'আমির ঘোড়ার পিঠে চড়ে কর্ডোভা থেকে উত্তর আন্দালুসিয়ায় এসেছিলেন শুধুমাত্র এক মুসলিম বন্দীর মায়ের অনুরোধ রক্ষার্থে, খৃনদের হাতে আটক তার ছেলেকে উদ্ধারের জন্য।

এটাই আমাদের অতীত, এটাই আমাদের ঐতিহ্য- যা বিশ্বস্ততা, সাহস আর নিঃস্বার্থতার কাহিনীতে পূর্ণ।

এ ছিল এমন এক অতীত, যখন মানুষ নিজের আরাম আয়েশের চেয়ে অন্যের স্বস্তি আর নিরাপত্তার প্রতি অধিক মনযোগী ছিল।

আমাদের উচিত তাঁদের থেকে শিক্ষা নেয়া, - এবং বনী ইসরাইল থেকেও।

আমাদের হৃদয় থেকে কাপুরুষতা দূর করতে হবে, সরিয়ে ফেলতে হবে স্বার্থপর ধ্যান ধারণা এবং উম্মাহর প্রতি আরো অনুগত, বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

একজন মানুষ কিভাবে পারে নিজেকে মুসলিম কমিনিউটির "সক্রিয় কর্মী" বলে দাবি করতে, অথচ তাদের ভাইরা (শুধু ভাই নয়, এখন আমাদের বোনেরাও) বন্দী রয়েছে কানাডা, আমেরিকা, গুয়ান্তানামো বে, ব্রিটেন, ভারত ইত্যাদি দেশের কারাগারে আর সে তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে কোন ভূমিকাই পালন করছে না। মুসলিম ভাইদের পাশে দাঁড়ালে আপনার কি ক্ষতিটা হত?

পশ্চিমা "আলেম"রা পরিষ্কার ভাবেই এই ব্যাপারে নিজেদের অনাগ্রহ দেখিয়ে দিয়েছে, কাজেই অতীতের দিকে ফিরে তাকান।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক প্রধান, স্বামী, পিতা, শিক্ষক এবং আল্লাহর রাসুল।

এই শত ব্যস্ততাও তাঁকে অত্যাচারিত মুসলিমদের নাম স্মরণ করতে ও তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো থেকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত যে, রাসুল সা. তাঁর দু'আতে মুমিনদের নামগুলো ধরে ধরে উচ্চারণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন

এই বলে যে, "ও আল্লাহ্! আল ওয়ালিদ বিন আল ওয়ালিদ, সালামাহ বিন হিশাম এবং আইয়াশ বিন আবু রাবিয়াহ সহ সকল অত্যাচারিত মুমিনদের তুমি উদ্ধার করো।"

প্রকাশ্যে ও জনসম্মুখে তিনি মজলুমদের

জন্য দু'আ করতেন।

-- কুরআন এবং আপনি (পর্ব-৫) হতে ...

~ সদ্য কারামুক্ত একজন দাঈ
তারেক মেহেন্না হাফিঃ

মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার ব্যাপারে ইসলাম অনেক উৎসাহ দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'বন্দীদের মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, আর অসুস্থদের দেখতে যাও।'

মালিকি এবং হাম্বলী মাযহাবে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা বাধ্যতামূলক। আর শাফেঈ মাযহাবে কাফিরদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করা হয়েছে।

উমার বিন আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ কনস্টান্টিপোলে কাফিরদের হাতে বন্দী মুসলিমদের কাছে চিঠি লিখলেন,
‘আসসালামু আলাইকুম,
তোমরা নিজেদের বন্দী ভাবো, অথচ তোমরা বন্দী নও। জেনে রাখো, সাধারণ মুসলিমদের আমি যতটা সাদাকার অর্থ দিই, তার চাইতেও অনেক বেশি আমি তোমাদের পরিবারকে দিই। আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে পাঠালাম। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ওদের হাতে ৫ দিনার করে দিয়েছি। যদি এই ভয় থাকত না যে, রোমান যালিমরা তোমাদের কাছ থেকে পাঠানো অর্থ কেড়ে নেবে, তাহলে আমি আরও অনেক বেশি অর্থ পাঠাতাম। আর আমি অমুক অমুক লোককে পাঠিয়েছি যেকোনো মূল্যে তোমাদের মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য। সুতরাং, আনন্দিত হও।’

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘মুসলিমদের অবশ্যই অন্য মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করতে হবে–তাদের সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়ে হলেও।’

উমার বিন আবদুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

‘যদি একজন মুসলিম যুদ্ধবন্দী তার মুক্তির জন্য মুসলিমদের কাছে অর্থ চায়, তাহলে তা প্রদান করা মুসলিমদের জন্য ফরজ হয়ে যায়।’

ইমাম আবু বাকর ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,
‘...(যদি মুসলিম বন্দীরা নির্যাতিত হয়) তাহলে আমাদেরকে তাদের মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। যতক্ষণ আমাদের একটি হলেও চোখ খোলা থাকবে (অর্থাৎ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত), যতক্ষণ আমাদের খরচ করার মতো সম্পদ থাকবে ততক্ষণ এ জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।’

কাশগড়-কতো না অশ্রুজল বই থেকে